উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা-সাঘাটা, জেলা-গাইবান্ধা

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাঘাটা, গাইবান্ধা

সমন্বয়ে

গণ উন্নয়ন সংস্থা

জুলাই-২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

সমতল ভূমি হিসেবে গাইবান্ধা জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। ধান, গম, ভুট্টা, আখ গাইবান্ধার প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। নদী বেষ্টিত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হলো কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো বিভিন্নপ্রকারের দুর্যোগ। আগাম বণ্যা ও নদী ভাঙ্গন এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোসমূহ হলো মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি।

গণ উন্নয়ন সংস্থা সাঘাটা উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকল্পনা সাঘাটা উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

এ. এইচ.এম. গোলাম শহীদ রঞ্জু
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
সাঘাটা, গাইবান্ধা
ও
চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সাঘাটা, গাইবান্ধা

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই দুর্যোগে কমবেশী আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুকিপ্রবণ এলাকা। ধান, গম, ভুট্টা, আখ গাইবান্ধার প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। নদী বেষ্টিত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হলো কৃষি। এই উপজেলা মঙ্গা এলাকা হিসেবেও পরিচিত। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো বিভিন্নপ্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা ও নদী ভাঙ্গন এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোসমূহ হলো মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি।

সাঘাটা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ইহা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্ম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি।

গণ উন্নয়ন সংস্থা সাঘাটা উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে জেনে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকল্পনা সাঘাটা উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাঘাটা, গাইবান্ধা
ও
কো-চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সাঘাটা, গাইবান্ধা

বাণী

উপজেলার বিভিন্ন জনপদের মানুষগুলো স্থানীয় কৌশলকে অবলম্বন করে দুর্যোগ মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের এই ভূমিকাকে আরও বেগবান করার জন্য গণ উন্নয়ন সংস্থা **সাঘাটা** উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা **সাঘাটা** উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

আমার মতে, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুর্যোগের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তার পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই কারণে উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

বাবুল চন্দ্র রায়
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সাঘাটা উপজেলা
গাইবান্ধা
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সাঘাটা, গাইবান্ধা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয়
(দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

স্মারক নং- ০৭/২০/০৬/১৪ইং   তারিখঃ ২০/০৬/১৪ইং

বরাবর
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রিলিফ ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

বিষয়ঃ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর ফাইনাল প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর ফাইনাল প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

আপনার সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত

নামঃ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সাঘাটা, গাইবান্ধা।
... চন্দ্র রায়
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

নামঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

নামঃ
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।
এ এইচ এম গোলাম শহীদ রঞ্জু
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ সাঘাটা
গাইবান্ধা

আলোচ্যসূচী

বর্ণনা			পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : স্থানীয় এলাকা পরিচিতি			
১.১	পটভূমি		০৮
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য		০৮
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি		০৮
	১.৩.১	জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	০৮
	১.৩.২	আয়তন	০৯
	১.৩.৩	জনসংখ্যা	০৯
১.৪	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা		১০
	১.৪.১	অবকাঠামো	১০
	১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	১৫
	১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	২১
	১.৪.৪	অন্যান্য	২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : দূর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা			
২.১	দূর্যোগের সার্বিক ইতিহাস		২৪
২.২	উপজেলার আপদসমূহ		২৬
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা		২৬
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা		২৭
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা		২৮
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ		২৯
২.৭	সামাজিক মানচিত্র		৩১
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র		৩৩
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি		৩৪
২.১০	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জ		৩৫
২.১১	জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা		৩৫
২.১২	খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা		৩৬
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব		৩৭
তৃতীয় অধ্যায় : দূর্যোগঝুঁকি হ্রাস			
৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ		৩৮
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ		৩৮
৩.৩	এন,জি,ওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা		৩৮
৩.৪	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা		৩৯
	৩.৪.১	দূর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৩৯
	৩.৪.২	দূর্যোগ কালীন	৩৯
	৩.৪.৩	দূর্যোগ পরবর্তী	৪০
	৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৪০

বর্ণনা			পৃষ্ঠা নং
চতুর্থ অধ্যায় : জরুরী সাড়া প্রদান			
৪.১	জরুরী অপারেশন সেন্টার		৪১
	৪.১.১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৪১
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা		৪১
	৪.২.১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৪২
	৪.২.২	সতর্ক বার্তা প্রচার	৪২
	৪.২.৩	জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদি	৪২
	৪.২.৪	উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৪২
	৪.৩.৫	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	৪২
	৪.২.৬	নৌকা প্রস্তুত রাখা	৪২
	৪.২.৭	দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপন ও প্রতিবেদন প্রেরন	৪৩
	৪.২.৮	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৪৩
	৪.২.৯	শুকনা খাবার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৪৩
	৪.২.১০	গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা	৪৩
	৪.২.১১	মহড়ার আয়োজন করা	৪৩
	৪.২.১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৪৩
	৪.২.১৩	আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ	৪৩
৪.৩		জেলা / উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ননা	৪৩
৪.৪		আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৪৩
		আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন	৪৩
		আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪৩
		কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেন	৪৩
		আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে	৪৩
		আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার	৪৪
		আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন	৪৪
৪.৫	উপজেলা সম্পদের তালিকা (যা দূর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)		৪৭
৪.৬	অর্থায়ন		৪৭
পঞ্চম অধ্যায় : উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা			
৫.১	ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন		৫৩
৫.২	দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার		৫৩
	৫.২.১	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	৫৩
	৫.২.২	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার	৫৩
	৫.২.৩	জনসেবা পুনরারম্ভ	৫৩
	৫.২.৪	জরুরী জীবিকা সহায়তা	৫৩

সংযুক্তি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৬৩
স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা ৬৪
স্কুল, কলেজ/পাঠাগারের তালিকা ৬৫
আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা ৭৫
একনজরে উপজেলার তথ্য ৭৭

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকার পরিচিতি

১.১ পটভূমিঃ

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রনয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই দুর্যোগে কমবেশী আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুকিপ্রবণ এলাকা। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্নিঝড়, কাল বৈশাখি ঝড়, খরা ও শৈত্য প্রবাহ এই এলাকার প্রধান দুর্যোগ। সাঘাটা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্ম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সাঘাটা উপজেলার জন্য প্রনয়ন কর হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুকি হ্রাস করন ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন ত্রান ও তাৎক্ষনিক পুর্নাবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তেরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতিঃ

১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

উপজেলার সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ

- উপজেলাটি গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত।
- চারপাশের ইউনিয়ন গুলোর নামঃ উত্তরে বাদিয়াখালী, দক্ষিনে ফুলছড়ি, পূর্বে যমুনা নদী ও পশ্চিমে মহিমাগঞ্জ ও হরিরামপুর।
- নদী, খাল, বাধ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ নদী ৫টি নদীর নাম ঘাগট, যমুনা, আলাই, বাঙ্গালী ও এলেঙ্গা খাল আছে ২৮টা যার দৈর্ঘ ৯০ কি:মি: বাধ আছে ১৪ টি বাধের দৈর্ঘ ৬০ কি:মি: বিল ৪৫ টি, রাস্তা ৭৭৮ কি:মি: পাকা ১৯৬ কি:মি: এইচবিবি ২০ কি:মি:, কাচা ৫৮২ কি:মি:
- আয়তন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা (মাটি, পানি, বনাঞ্চল, খনিজ ইত্যাদি) উপজেলাটির আয়তন ২৩০.৬১ বর্গ কি: মি:, উপজেলাটির সমস্ত এলাকাই সমতল ভূমি, বেশীরভাগ এলাকা দোয়াশ মাটি দ্বারা গঠিত, কিছু এলাকা বেলে মাটি ও কিছু এলাকা এটেল মাটি দ্বারা গঠিত। পানির প্রধান উৎস নলকূপ এখানকার প্রায় ৮৫%-৯০%লোক নলকূপের পানি ব্যবহার করে, অত্র ইউনিয়নে কোন বনাঞ্চল এবং কোন খনিজ সম্পদ নাই।

- বিভাগ হতে উপজেলটি ১০৭ কি:মি: দূরে অবস্থিত

১.৩.২ আয়তনঃ

- **উপজেলার আয়তনঃ ২৩০.৬১ বর্গ কিঃমিঃ**
- উপজেলার অন্তর্গত/ মৌজা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করা হলোঃ

উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
সাঘাটা	পদুমশহর	চকদাঁতিয়া, ডিমলা পদুমশহর, টেপা পদুমশহর
	ভরতখালী	উল্লা, কুকরাহাট, ভাঙ্গামোড়, সানকি ভাঙ্গা, সাকোয়া, ভরতখালি, চিতলিয়া, ঘটিয়া, মান্দুরা
	সাঘাটা	গোবিন্দি বাশহাটা, কচুয়াহাট, উত্তর সাতালিয়া, দক্ষিন সাতালিয়া, হটবাড়ি, দক্ষিন যুগিপাড়া, উত্তর যুগিপাড়া, হাসিলকান্দি, সাঘাটা
	মুক্তিনগর	চকচকিয়া, ভরতখালি, বেলতৈল, কুখাতাইর, মাঝবাড়ি, শ্যামপুর, ধানগড়া, ধনারুয়া, পুটিমারী ও খামার ধনারুয়া
	কচুয়া	সটিতলা, ওসমানের পাড়া, চন্দনপাট, কচুয়া, গাছাবাড়ি, রামনগর, অনন্তপুর, বুরুঙ্গি, উল্লা সোনাতলা, পাটানপাড়া, বালুয়া, বড়াইকান্দি, পাচিয়ারপুর ও ঝৈলতলা
	ঘুড়ীদহ	কমলপুর, মথরপাড়া, বাউলিয়া, যাদুরতাইর, পূর্ব অনন্তপুর, ঘুরিদহ, পচাবস্তা, পবনতাইর, উ: ঝারাবর্ষা, চিনিরপটল ও দ: ঝারাবর্ষা
	হলদীয়া	কালুরপাড়া, কুমারপাড়া, হলদিয়া, কানাই পাড়া, গুবিন্দপুর, পাতিলেরবাড়ি, নলছিয়া, দিগলকান্দি, গুয়াবাড়ি, গরামারা ছিফি ও চাঙ্গালিয়া
	জুমারবাড়ী	বেঙ্গারপাড়া, থৈকরের পাড়া, বাদিনারপাড়া, আমদিরপাড়া, আবদুল্লার পাড়া, জুমারবাড়ি, কাঠুর, চান্দপাড়া, মামুদপুর, বগারভিটা, দহিচরা, কামারপাড়া, কুন্দপাড়া, বসন্তেরপাড়া ও বাজিতনগর
	কামালের পাড়া	কিংকরপুর, জালাল তাইর, বাঙ্গাবাড়ি, চাকলি, ফুলিয়াদিগর, পাচপুর, শিমুলবাড়িয়া, বলিয়ারবের, কৈচড়া, জাঙ্গালিয়া, শিমুলবাড়ি, বারকোনা, সিলমানের পাড়া, সুজালপুর, ভগবানপুর, গোরেরপাড়া, হাপানিয়া, সাবাজেরপাড়া, আখগরগরিয়া, পাচ গরগরিয়া, নশিরারপাড়া, কামালেরপাড়া ও গজারিয়া
	বোনারপাড়া	হেলেঞ্চা, তেলিয়ান, ভাটি, ময়মন্তপুর, বোনারপাড়া, পশ্চিম শিমুলতাইর, মধ্য শিমুলতাইর, পূর্ব শিমুলতাইর, ছাতকালপানি, কালপানি, রাগবপুর, পশ্চিম দূর্গাপুর, দলদলিয়া

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

- উপজেলার মোট জনসংখ্যা, পুরুষ, মহিলা ও মোট পরিবারের সংখ্যা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করা হলোঃ

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু(০-১৫)	বৃদ্ধ(৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
ভরতখালী	১৪,১৬৫	১৪,১৮০	৫,৮২৩	২,০৩২	১৩০	২৮,৩৪৫	৬,১২০	১৫,৬২৮
বোনারপাড়া	২২,৯০০	২২,৯২০	১০,৯১৭	২,২৯১	১৯৪	৪৫,৮২০	৮,১২০	২২,৫০৯
ঘুড়ীদহ	১৫,৪২৯	১৫,১০০	৬,৫২৭	১,৮৩২	১৩৭	৩০,৫২৯	৬,৭৬১	১৬,৭৪৭
হলদীয়া	১৬,০৪৫	১৫,৯১৭	৬,৪৬৬	১,৩১২	৯৯	৩১,৯৬২	৬,৮৬৫	১৩,২৫৬
জুমারবাড়ী	১৬,৬৯৬	১৬,০৫০	১১,৩০২	৩,০৮৪	৬৮৪	৩২,৭৪৬	৮,৬৮৬	১৯,৩০৮
কচুয়া	১৬,৪৪৪	১৫,০৫৩	৭,২৬৫	১,৮৯৭	১৬৮	৩১,৫৯৭	৭,৬০২	১৯,০৭৪
কামালের পাড়া	২৮,৫৭০	২৯,০০০	১৬,১২১	৩৪৫৪	৩২৩	৫৭,৫৭০	১৬,৫৭০	২৪,২৫৪
পদুমশহর	১৮,৬৮০	১৫,৬০০	৮,৫৭০	৫১৬	১১০	৩৪,২৮০	৮,৪০০	২০,১৬৯
সাঘাটা	১৫,৭৮২	১৫,৮৯০	৫,৬৩৫	২,০৩১	৮৯	৩১,৬৭২	৭,৬২০	১৬,১৯৮
মুক্তিনগর	১৪,৬৬৭	১৪,৪১৯	৫,৮৮০	১৯৬০	১০৭	২৯,০৮৬	৬,৩০৭	১৬,৫৩১
মোট=	১,৭৯,৩৭৮	১,৭৪,২২৯	৮৪,৫০৬	২০,৪০৯	২,০৪১	৩,৫৩,৬০৭	৬৮,৮৮৬	১,৬৪,৭৩১

তথ্যের উৎসঃ স্ব-স্ব ইউনিয়ন ও পরিসংখ্যান অফিস থেকে নেওয়া ।

১.৪অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো msµvšÍ তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ননা করা হলোঃ

১.৪.১ অবকাঠামোঃ

বাধঃ সাঘাটা উপজেলায় ১৪ টি বাধ আছে তাহার দৈর্ঘ ৬১ কিঃ মিঃ

কচুয়া ইউনিয়নে ০১ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ১০ কি: মি: ইহা রামনগর তীরমোহনী বাজার হতে সটিতলা পর্যন্ত বাধটির প্রায় ৭০% ভেঙ্গে গেছে । বাধটি ১,২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহা উচ্চতা প্রায় ৮-১০ ফুট ।

ঘুরিদহ ইউনিয়নে ০২ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ৬ কি: মি: ইহা চিনির পটল মরা বাঙ্গালী ঘাট হতে সাঘাটা ও সাঘাটা হতে খামারপবন তাইর টেকনিক্যাল কলেজ পর্যন্ত । বাধটি ৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহা উচ্চতা প্রায় ৮-১০ ফুট ।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে ০১ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ৪ কি: মি: ইহা ভরতখালি হতে পুটিমারী পর্যন্ত । বাধটি ২ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট ।

বোনারপাড়া ইউনিয়নে ০২ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ৭ কি: মি: ইহা পদুমশহর ইউপি সীমানা হতে ভূতমারা বাজার ও শংকরগঞ্জ ব্রীজ হতে কচুয়া ইউপি পর্যন্ত । বাধটি ৪, ৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট ।

হলুদিয়া ইউনিয়নে ০১ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ০৩ কি: মি: ইহা হলুদিয়া বাজার হতে গুবিন্দপুর পর্যন্ত, বাধটি ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ৭-৮ ফুট ।

ভরতখালি ইউনিয়নে ০৩ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ৯ কি: মি: কুকরাহাট হতে ভরতখালি, সানকিভাঙ্গা থেকে কালপানি ভাঙ্গামোড়, নিলকুঠি থেকে কালাপানি পর্যন্ত । বাধগুলি ১,২,৩,৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট ।

সাঘাটা ইউনিয়নে ০২ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ০৯ কি: মি: ইহা গোবিন্দ বাশহাটা হতে সাঘাটা ও গোবিন্দ বাশহাটা হতে উত্তর সাতালিয়া পর্যন্ত । বাধটি ১,৩,৪,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ৮-১০ ফুট ।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে ০১ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ০৫ কি: মি: ইহা থৈকরের পাড়া হতে বস্তের পাড়া পর্যন্ত, বাধটি ১,২,৩,৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট ।

পদুমশহর ইউনিয়নে ০১ টি বাধ আছে যার দৈর্ঘ ৮ কি: মি: মফুর জান হতে আব্দুল্লা স্কুল পর্যন্ত । বাধটি ৩, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত । ইহার উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ।

স্লুইচ গেট ঃ সাঘাটা উপজেলায় ১০ টি স্লুইচ গেট আছে করতোয়া নদীর উপর ১টি আলাই নদীর উপর ০১টিঃ

ঘুরিদহ ইউনিয়নে স্লুইচ গেট আছে ০১টি, ইহা যমুনা নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেটটি সম্পুর্ন ভাল ও ঠিকমত কাজ করে ।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে স্লুইচ গেইট আছে ১টি, ইহা যমুনা নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেইটটি সম্পুর্ন ভাল ও ঠিকমত কাজ করে

হলুদিয়া ইউনিয়নে স্লুইচ গেট আছে ০১টি, ইহা হলুদিয়া ঝিগাগাড়া অবস্থিত । ঝিগাগাড়া নলছিয়া খালের সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেইটটি সম্পূর্ন ভাল এবং কাজ করে ।

ভরতখালি ইউনিয়নে স্লুইচ গেট আছে ০২ টি, দক্ষিন উল্লা ও চিতলিয়া । ইহা যমুনা নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেইট ২টি সম্পুর্ন ভাল এবং ঠিকমত কাজ করে ।

সাঘাটা ইউনিয়নে স্লুইচ গেট আছে ০১টি, ইহা যমুনা নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেইটটি সম্পূর্ন ভাল না এবং ঠিকমত কাজও করে না ।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে স্লুইচ গেট আছে ০২টি বাদিনারপাড়া ও মামুদ পুর, ইহা বাঙ্গালী নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেইট ২টিই সম্পূর্ন ভাল এবং কাজ করে ।

পদুমশহর ইউনিয়নে টিস্লুইচ গেট আছে ০২টি, ডিমলা পদুমশহর এফসিডি স্লুইচ গেইট ও টেপা পদুমশহর বেরী বাধ স্লুইচ গেইট। ইহা আলাই নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত, স্লুইচ গেইট ২টি সম্পুর্ন ভাল এবং ঠিকমত কাজ করে।

ব্রীজঃ সাঘাটা উপজেলায় ছোট-বড় প্রায় ১৬৯ টি ব্রীজ আছেঃ

কচুয়া ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ২০টি ব্রীজ আছে, চন্দনপাট-২টা, কচুয়া-৩টা, গাছাবাড়ি, রামনগর, বুরুঙ্গি-২টা, উল্লা সোনাতলা-২টা, পাটানপাড়া, বালুয়া-৩টা, বড়াইকান্দি-২টা, পাচিয়ারপুর-৩টা। কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

ঘুরিদহ ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১০ টি ব্রীজ আছে, মাদারদহ-২টা, চোরকাটা, মথরপাড়া, বাউলিয়া, ডাকবাংলা রাস্তায়-২টা, ঘুরিদহ, উ: ঝারাবর্ষা ও পচাবস্তা। যমুনা নদীর উপর-২টা, বাকিগুলোর মধ্যে কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। ব্রীজগুলো সবগুলোই ভাল ও কাজ করে।

কামালেরপাড়া ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৩৫ টি ব্রীজ আছে, মেলানদহ-৩টা, পাচপুর-২টা, কামালেরপাড়া-৩টা, গজারিয়া-৩টা, সুজালপুর-২টা, নশিরারপাড়া-২টা, বাঙ্গাবাড়ি রাস্তায়-৩টা, ফলিয়া, কৈচড়া, মংলারপাড়া রাস্তায়-৩টা, বারকোনা রাস্তায়-৩টা, জাঙ্গালিয়া, বলিয়ারবের রাস্তায়-২টা, সাবাজেরপাড়া, সুজালপুর রাস্তায়-৩টা, আখগরগরিয়া-২টা। বাঙ্গালী নদী ছাড়াও কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৬টি ব্রীজ আছে, ভরতখালি-৩টা, মান্দুরা, চকচকিয়া-২টা, বেলতৈল-২টা, শ্যামপুর-২টা, কুখাতাইর, খামার ধনারুয়া-২, ধানগড়া ও ধনারুয়া-২টা। যমুনা নদী ছাড়াও কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী হয়।

বোনারপাড়া ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৭টি ব্রীজ আছে। যথা: রাগবপুর-৩টা, কালপানি-২টা, বটতলা-২টা, বাটি, দলদলিয়া-৩টা, তেলিয়া-৩টা ও ফুটানি বাজার-৩টা। আলাই নদী ছাড়াও কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

হলুদিয়া ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ৬টি ব্রীজ আছে। যথা: গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়া, বেড়াগ্রাম, নলছিয়া, হলদিয়া, দক্ষিন দিগলকান্দি ও গরামাড়া। ২টা ব্রীজ যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর উপর কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

ভরতখালি ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ২১টি ব্রীজ আছে, সাকোয়া-৩টা, চিতলিয়া-৩টা, ঘটিয়া-২টা, মান্দুরা-২টা, উত্তর উল্যা-২টা, দক্ষিণ উল্যা-৩টা, কুকরাহাট, ভাঙ্গামোড়-৩টা, উত্তর ঘটিয়া-২টা। যমুনা নদীর উপর-২টা, বাকিগুলোর মধ্যে কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। ব্রীজগুলো সবগুলোই ভাল ও কাজ করে।

সাঘাটা ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৫টি ব্রীজ আছে, বাশহাটা-২টা, উত্তর সাতালিয়া-২টা, গোবিন্দি বাশহাট-২টা, দক্ষিন সাতালিয়া, সাঘাটা-৩টা, হাসিলকান্দি-২টা, দক্ষিন যুগিপাড়া ও উত্তর যুগিপাড়া-২টা। ২টা ব্রীজ যমুনা নদীর উপর কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৪টি ব্রীজ আছে, থৈকরের পাড়া-২টা, আমদিরপাড়া, আবদুল্লারপাড়া, জুমারবাড়ি-৩টা, কাঠুর-২টা, চান্দপাড়া, বাজিতনগর-৩টা ও মেছট। ২টা ব্রীজ বাঙ্গালী নদীর উপর কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। সবগুলো ব্রীজই ভাল ও কাজ করে।

পদুমশহর ইউনিয়নে ছোট বড় প্রায় ১৫ টি ব্রীজ আছে, চকদাতেয়া-৩টা, টেপাপদুমশহর-৬টা, ডিমলাপদুমশহর-৬টা। আলাই নদীর উপর-২টা, বাকিগুলোর মধ্যে কিছু ব্রীজ বিলের উপর এবং কিছু ব্রীজ রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। ব্রীজগুলো সবগুলোই ভাল ও কাজ করে।

কালভার্টঃ সাঘাটা উপজেলায় ছোট-বড় প্রায় ৩৭৭ টি কালভার্ট আছেঃ

কচুয়া ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৪৫ টি, সটিতলা-৩টা, ওসমানের পাড়া-২টা, চন্দনপাট-২টা, কচুয়া-৩টা, গাছাবাড়ি-৪টা, রামনগর-৫টা, অনন্তপুর-৫টা, বুরুঙ্গি-৫টা, উল্লা সোনাতলা-৪টা, পাটানপাড়া-৩টা, বালুয়া-৪টা, বড়াইকান্দি-৩টা, পাচিয়ারপুর ও ঝৈলতলা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

ঘুরিদহ ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৪১টি, কমলপুর-৬টা, মথরপাড়া-৭টা, বাউলিয়া, যাদুরতাইর-৫টা, পূর্ব অনন্তপুর, ঘুরিদহ-৪টা, খামার পবনতাইর-৫টা, পচাবস্তা-৩টা, পবনতাইর-২টা, উ: ঝারাবর্ষা-২টা, চিনিরপটল-৩টা ও দ: ঝারাবর্ষা-২টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

কামালেরপাড়া ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৪৫টি, কিংকরপুর-২টা, জালাল তাইর, বাঙ্গাবাড়ি-৩টা, চাকলি, ফুলিয়াদিগর-২টা, পাকুরতলা-২টা, পাচপুর, শিমুলবাড়িয়া-৩টা, বলিয়ারবের-২টা, কৈচড়া, মংলারপাড়া-২টা, চরপাড়া, জাঙ্গালিয়া-৩টা, শিমুলবাড়ি-২টা, বারকোনা, সিলমানের পাড়া, সুজালপুর, ভগবানপুর, গোরেরপাড়া-২টা, হাপানিয়া, সাবাজেরপাড়া, আখগরগরিয়া-২টা, পাচ গরগরিয়া-৩টা, নশিরারপাড়া, কামালেরপাড়া-২টা ও গজারিয়া-৩টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৫৭টি, চকচকিয়া-৬টা, ভরতখালি-৮টা, বেলতৈল-৫টা, কুখাতাইর-৬টা, মাঝবাড়ি-৫টা, শ্যামপুর-৪টা, ধানগড়া-৬টা, ধনারুয়া-৬টা, পুটিমারী-৫টা ও খামার ধনারুয়া-৬টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

বোনারপাড়া ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ২৭টি, রাগবপুর-৭টা, দূর্গাপুর-৬টা, ভাটি-৪টা, তেলিয়ান-৫টা ও শিমুলতাইর-৫টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

হলুদিয়া ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ১৫ টি, হলদিয়া-২টা, কানাইপাড়া, গুবিন্দপুর-২টা, পাতিলেরবাড়ি, গারামারা, নলছিয়া, উত্তর দিগলকান্দি, দক্ষিন দিগলকান্দি-২টা, বেড়াগ্রাম, নয়াপাড়া, গরামারা ও চাঙ্গালিয়া। বাঙ্গালী নদীর উপর ১টি ও কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

ভরতখালি ইউনিয়নে ছোটবড় কালভার্ট আছে প্রায় ৩৮টি, দক্ষিণউল্লা-৪টা, উত্তরউল্লা-৪টা, কুকরাহাট-৫টা, ভাঙ্গামোড়-২টা, চিতলিয়া-৪টা, উত্তর ঘটিয়া-৬টা, দক্ষিন ঘটিয়া-৩টা, মান্দুরা-৪টা, সাকোয়া-৬টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

সাঘাটা ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৩৫ টি, গোবিন্দি বাশহাটা-৫টা, কচুয়াহাট-৬টা, উত্তর সাতালিয়া-৩টা, দক্ষিন সাতালিয়া-৪টা, হটবাড়ি-২টা, দক্ষিন যুগিপাড়া-৩টা, উত্তর যুগিপাড়া, হাসিলকান্দি-৫টা, সাঘাটা-৬টা। কচুয়াহাট, হাসিলকান্দি খালে ১টি করে ও কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে ছোট বড় কালভার্ট আছে প্রায় ৩৯টি, বেঙ্গারপাড়া-২টা, থৈকরের পাড়া-৪টা, বাদিনারপাড়া-৫টা, আমদিরপাড়া-৫টা, জুমারবাড়ি-২টা, কাঠুর, চান্দপাড়া, মামুদপুর-৩টা, বগারভিটা-২টা, বাজিতনগর-৪টা, কামারপাড়া-৫টা, বসন্তেরপাড়া-৩টা ও মেছট-২টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। সবকয়টি কালভার্টই ভাল এবং কাজ করে।

পদুমশহর ইউনিয়নে ছোটবড় কালভার্ট আছে প্রায় ৩৫টি। যথা: চকদাতেয়া-৫টা, টেপাপদুমশহর-৭টা, কুমারগাড়ি-২টা, মজিদের ভিটা-৪টা, কতলপাড়া, ডিমলাপদুমশহর-৬টা, মহিষলাঠি-৩টা, মন্ডলপাড়া-২টা, চরপাড়া, উল্লাপাড়া-২টা, মুক্তিপাড়া-২টা। কিছু কালভার্ট রাস্তার মাঝখানে পানি নামার জন্য তৈরী করা হয়। কালভার্টগুলো ভাল ও ঠিকমত কাজ করে।

রাস্তা ঃ মোট রাস্তা
৭৪৮ কি:মি: পাকা ১৯৬ কি:মি: এইচবিবি ২০ কি:মি:, কাচা ৫৩২ কি:মিঃ

কচুয়া ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১১২ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা অনন্তপুর হতে চন্দনপাট, চন্দনপাট হতে পাটানপাড়া, উল্লা সোনাতলা হতে জুমারবাড়ি ও উল্লা সোনাতলা হতে কচুয়া ইউ পি পর্যন্ত, কাচা রাস্তা অনন্তপুর হতে রামনগর, অনন্তপুর হতে চন্দনপাট, রামনগর হতে বুরুঙ্গি, বুরুঙ্গি হতে উল্লা সোনাতলা, পাটানপাড়া বন্নতের মোর হতে বড়াইকান্দি, বড়াইকান্দি হতে সটিতলা, সাহেব বাজার হতে চন্দনপাট, রামনগর হতে কচুয়া, গাছাবাড়ি হতে রামনগর ও কচুয়া হতে পাটানপাড়া পর্যন্ত। রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে। প্রায় ৪৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।

ঘুড়িদহ ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৫৮ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা উল্লা সোনাতলা হতে কমলপুর, উল্লা হতে ডাকবাংলা, ঝারাবর্ষা হতে সুজানপুর, ডাকবাংলা হতে টেকনিক্যাল কলেজ পর্যন্ত, কাচা রাস্তা পচাবস্তা হতে বটতলা বাজার গুদামের ভিটা, বাউলিয়া হতে তেনাছেরা বিলের ব্রীজ, বাউলিয়া পাকা রাস্তা হতে কমলপুর, কমলপুর হতে হাবিজারের বাড়ি, বাউলিয়া পাকা রাস্তা হতে পাচিয়ারপুর ব্রীজ, মাদারদহ ব্রীজ হতে মথরপাড়া, সাহেবালির বাড়ি হতে জুমারবাড়ি, যাদুর তাইর হতে মিন্টু মেম্বারের বাড়ি, ঘুরিদহ মলয়ের বাড়ি হতে তেনাছেরা বিল, ঘুরিদহ হতে মান্নানের বাড়ি, খামার পবনতাইর হতে অবদাবাধ, অবদাবাধ হতে পটল পবনতাইর পর্যন্ত। রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে। প্রায় ১০–১৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।

কামালেরপাড়া ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ১২৮ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা বারকোনা হতে ভাঙ্গাবাড়ি খেয়াঘাট, কমরপুর হতে জুমারবাড়ি, বারকোনা হাট হতে কামালেরপাড়া ও শিমুলবাড়ি হতে ফলিয়া পর্যন্ত, কাচা রাস্তা ফলিয়া হতে পাকুরতলা, হাপানিয়া হতে কচুয়া, ফলিয়া বাজার হতে বারী মৌ: বাড়ি, কামালেরপাড়া বাজার হতে কাঠালতলী, পাকুরতলা হতে গজারিয়া, উদগাড়ি হতে চাকুলির শেষ পর্যন্ত, গজারিয়া হতে কাঠালতলী, ফলিয়া হতে শিমুলবাড়িয়া, শিমুলবাড়িয়া হতে বড়াইকান্দি পর্যন্ত। রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে। প্রায় ৪৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৯০ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা বোনারপাড়া হতে ভরতখালি, বোনারপাড়া হতে পুটিমারী, ভরতখালি হতে খামার ধনারুয়া পর্যন্ত, কাচা রাস্তা শ্যামপুর হতে শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যা:, বাংলা বাজার হতে ধনারুয়া, ধনারুয়া আমারদেশ বিদ্যা: হতে পুটিমারী, ধনারুয়া হতে খামার ধনারুয়া, ভরতখালি মসজিদ হতে ভরতখালি মিন্টুর চাতাল, ভরতখালি মোর হতে চকচকিয়া স্কুল, চকচকিয়া কামারপাড়া হতে চকচকিয়া প্রাথ: বিদ্যালয়, বেলতলী স্কুল হতে পাকা রাস্তার মোর, পুটিমারী হতে পালপাড়া, খামার ধনারুয়া বালিকা বিদ্যা: হতে ধানগড়া ও ধানগড়া ক্লিনিক হতে বাংলা বাজার পর্যন্ত। রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে। প্রায় ৪৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।

বোনারপাড়া ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৭০ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা বোনারপাড়া হতে মুক্তিনগর সীমানা, বোনারপাড়া কলেজরোড হতে মুক্তিনগর, বোনারপাড়া হতে পদুমশহর ও বোনারপাড়া উপজেলা ডিগ্রী কলেজ হতে পদুমশহর সীমানা পর্যন্ত, কাচা রাস্তা মালিপাড়া হতে পশ্চিম দূর্গাপুর, শংকরগঞ্জ হতে কচুয়া সীমানা, ভূতমারা বাজার হতে খালেকের বাড়ি, সবুর মাষ্টারের বাড়ি হতে নয়াপাড়া, রেল লাইন হতে জিসি আর রাস্তা, ময়নার বাড়ি হতে বাদশা মেম্বারের বাড়ি, সাজ সিনেমা হল হতে আ: রহমানের বাড়ি, বাটী ভাঙ্গা ব্রীজ হতে দলদলিয়া, সাগালার মোর হতে শহীদ মিনার হয়ে সীনেমা হল পর্যন্ত। রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে। প্রায় ২৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।

হলুদিয়া ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৫০ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা হলদিয়া হতে গুবিন্দপুর, গুবিন্দপুর হতে জুমারবাড়ি পর্যন্ত, কাচা রাস্তা গুবিন্দপুর মন্ডলপাড়া হতে দোপারভিটা মসজিদ, গুবিন্দপুর পাকারাস্তা হতে নলছিয়া বগুগার সীমানা, দক্ষিন দিগলকান্দি বাজার হতে যমুনা নদীর তীর, দক্ষিন দিগলকান্দি সুজনের বাড়ি হতে আদর্শগ্রাম, উত্তর দিগলকান্দি সরকারী বিদ্যালয় হতে আশ্রয়কেন্দ্র, বেড়া হতে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাড়ি, হলদিয়া হতে আমরুলের বাড়ি ও নলছিয়া দোকান ঘর হতে ভিটাবাড়ি হইয়া যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত। রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে। প্রায় ১৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত।

ভরতখালি ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৪৯ কি: মি: রাস্তা আছে। পাকা রাস্তা কুকরাহাট হইতে ভরতখালি, ফুলছরি সীমানা হইতে উল্যা, কালপানি বাধ হইতে মুক্তিনগর সীমানা, চিতলিয়াকালাপানি বাধ হইতে ভাঙ্গামোড় বাজার, এম,পি মোড় হইতে পাদুম শহর সীমানা কাচা রাস্তা উত্তরউল্লা হতে বড়মাতার হইয়া আ: মেম্বারের বাড়ি, উত্তরউল্লা নিলকুঠি হতে সানকিভাঙ্গা,

ভাঙ্গামোর হতে কুকরাহাটের সীমানা, পুদমশহর স্কুল হতে মালিপাড়া হইয়া ভাঙ্গামোর বাজার, মান্দুরা গেদার বাজার হতে বাবরআলী মাষ্টারের বাড়ি হইয়া পদুমশহরের সীমানা, দ: ঘটিয়া মাঝারের ভিটা হতে ভরতখালি ষ্টেশন হইয়া উল্লা বাজার, মান্দুরা বাজার হতে গেদার বাজার পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে । প্রায় ১০–১৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত ।

সাঘাটা ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৭৪ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা কচুয়াহাট হতে কেরামতিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত, কাচা রাস্তা গোবিন্দি হতে মোসলেম মুন্সির বাড়ি, গোবিন্দি এলপিআর সেন্টার হতে কামারপাড়া, এলপিআর সেন্টার হতে প্রাইমারি স্কুল, গোবিন্দি ব্রীজ হতে পারুল মেম্বারের বাড়ি, বাশহাটা স্কুল হতে সোবান মুন্সির বাড়ি হইয়া তেতুলতলা, বাশহাটা স্কুল হতে সয়া মিস্ত্রির বাড়ি, বাশহাটা হতে সাঘাটা বাজার, কচুয়াহাট বাজার হতে অবদাবাধ, কচুয়াহাট হতে মুন্সিরহাট, ইটাঘুড়ি হতে হাসিলকান্দি রেজি: প্রাথ: বিদ্যা:, সাঘাটা অবদাবাধ হতে আজহার মাষ্টারের বাড়ি, যুগিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে হাসিলকান্দি অবদাবাধ ও মুন্সিরহাট হতে কেরামতিয়া সরকারী প্রাথ: বিদ্যা: পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৮–১০ এর মধ্যে ।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৫২ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা থৈকরের পাড়া হতে বাজিতনগর, বেঙ্গারপাড়া হতে মেছট পর্যন্ত, কাচা রাস্তা জুমারবাড়ি হতে আমদিরপাড়া, বগারভিটা হতে জুমারবাড়ি, বগারভিটা হতে চান্দপাড়া, বাজিতনগর হতে বাদিনারপাড়া, বেঙ্গারপাড়া হতে জুমারবাড়ি ও বসন্তেরপাড়া হতে কামারপাড়া পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ১২–১৫ এর মধ্যে । প্রায় ১৬ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত ।

পদুমশহর ইউনিয়নে পাকা ও কাচা মিলে রাস্তা আছে প্রায় ৬৫ কি: মি: রাস্তা আছে । পাকা রাস্তা চকদাতেয়া হইতে কুমারগাড়ি, কুমারগাড়ি হইতে টেপাপদুমশহর, টেপাপদুমশহর হইতে মহিষলাঠি কাচা রাস্তা মজিদের ভিটা হতে চকদাতেয়া, চকদাতেয়া হতে কুমারগাড়ি, কুমারগাড়ি হতে ডিমলা পদুমশহর, পুদমশহর স্কুল হতে মুক্তিপাড়া, টেপা পদুমশহর হতে কতলপাড়া ও উল্লাপাড়া হতে পদুমশহর পর্যন্ত । রাস্তার উচ্চাতা ৭–৮ এর মধ্যে । প্রায় ১০–১৫ কি: মি: রাস্তা বন্যামুক্ত ।

সেচ ব্যবস্থাঃ সাঘাটা উপজেলায় ৬১ টি গভীর নলকূপ ও ১,৭৮০ টি শ্যালো মেশিনের সংখ্যা আছে । গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনগুলো জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় । ইরি ধান, গম, আলু, ভুট্টা জমিতে সেচ দেওয়া ছাড়াও গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনের পানি খাওয়া, রান্না ও গোসলের কাজে ব্যবহৃত হয় । শুষ্ক মৌসমে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনগুলো ব্যবহহৃত হয় । কিছু কিছু শ্যালো মেশিন নদীরপাড়ে বসিয়ে নদী থেকে পানি তোলে সেচের কার্যক্রম পরিচালনা করে । ইহা ছাড়াও গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনের পানি দ্বারা অনেক সময় কাপর চোপরও ধোয়া হয় ।

হাট বাজারঃ সাঘাটা উপজেলার ৩৮ টি বাজারের মধ্যে ১৩ টিতে হাট বসে ২৫ টিতে হাট বসেনাঃ

কচুয়া ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৭টি, উল্লা সোনাতলা বাজার, বন্নতের বাজার, সাহেব বাজার, কচুয়া বাজার, মানিকগঞ্জ বাজার, নয়া বাজার ও তীরমহনি বাজার । উল্লা সোনাতলা বাজরে হাট বসে রবি ও বৃহস্পতিবার দিন কারন বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে । বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসেনা কারন বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না তাই হাট বসে না তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে । উল্লা সোনাতলা বাজারে দোকান আছে-৩০০টি, বন্নতের বাজারে দোকান আছে-৬০টি, সাহেব বাজারে দোকান আছে-৫০টি, মানিকগঞ্জ বাজারে দোকান আছে-৫০টি, নয়া বাজার বাজারে দোকান আছে-৬০টি, তীরমহনি বাজারে দোকান আছে-৪০টি ।

ঘুরিদহ ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৩টি, বটতলা বাজার, বাজার, ডাকবাংলা বাজার, কমলপুর/ সাহেব বাজার । বটতলা বাজারে সোমবার ও শুক্রবার দিন হাট বসে কারন বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে । বাকি দুইটি বাজারে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে । বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না । তাই কোন হাট বসেনা । বটতলা বাজারে দোকান আছে-১৫০টি, ডাকবাংলা বাজারে দোকান আছে-৮০টি, কমলপুর/ সাহেব বাজারে দোকান আছে-৭৫টি । বটতলা বাজারে ০১ টি সমিতি আছে বাকি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই ।

কামালেরপাড়া ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৪টি, বারকোনা বাজার, কামালেরপাড়া বাজার, ফলিয়া বাজার, কাঠালতলী বাজার বারকোনা বাজারে হাট বসে সোমবার-বৃহস্পতিবার, কামালেরপাড়া বাজারে হাট বসে রবিবার-বৃহস্পতিবার ও ফলিয়া বাজারে হাট বসে সোমবার-শুক্রবার দিন । এই ৩টি বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে । আর কাঠালতলী বাজারটিতে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে । কারন কাঠালতলী বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না । তাই কোন হাট বসেনা । বারকোনা বাজারে দোকান আছে-৫০০টি, কামালেরপাড়া বাজারে দোকান আছে-১০০টি, ফলিয়া বাজারে দোকান আছে-১৬০টি ও কাঠালতলী বাজারে দোকান আছে-৬০টি । বারকোনা বাজারে ০২টি সমিতি আছে বাকি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই ।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৫ টি, ভরতখালি বাজার, বাংলা বাজার, মুক্তিনগর বাজার, কচুয়া বাজার ও বোর্ড বাজার। ভরতখালি বাজারে হাট বসে শনিবার ও মঙ্গলবার এই বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। আর বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। কারন বাকি বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। ভরতখালি বাজারে দোকান আছে-২,০০০টি, বাংলা বাজারে দোকান আছে-২০০টি, মুক্তিনগর বাজারে দোকান আছে-৭০টি, কচুয়া বাজারে দোকান আছে-২,০০০টি ও বোর্ড বাজারে দোকান আছে-৫০টি। ভরতখালি বাজারে ০২ টি সমিতি আছে বাকি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই।

বোনারপাড়া ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০২টি, বোনারপাড়া বাজার ও ভূতমারা বাজার।বোনারপাড়া বাজারে হাট বসে শনিবার ও বুধবার এই বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। আর ভূতমারা বাজারটিতে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। কারন ভূতমারা বাজারটি সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। বোনারপাড়া বাজারে দোকান আছে-৬০০টি, ভূতমারা বাজারে দোকান আছে-১৩০টি।বোনারপাড়া বাজারে ০২টি সমিতি আছে বাকি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই

হলুদিয়া ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০২টি, হলদিয়া বাজার, দক্ষিন দিগলকান্দি বাজার হলদিয়া বাজার ও দক্ষিন দিগলকান্দি বাজারগুলোতে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। হলদিয়া বাজার ও দক্ষিন দিগলকান্দি বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না তাই হাট বসেনা। হলদিয়া বাজারে দোকান আছে-৭০টি, দক্ষিন দিগলকান্দি বাজারে দোকান আছে-৫০টি হলদিয়া বাজার ও দক্ষিন দিগলকান্দি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই।

ভরতখালি ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০২টি, উল্লা বাজার, ভাঙ্গামোড় বাজার। উল্লা বাজার, ভাঙ্গামোড় বাজারে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। উল্লা বাজারে দোকান আছে-৩০০টি, ভাঙ্গামোড় বাজারে দোকান আছে-১৫০টি। উল্লা বাজারে ০২ টি সমিতি আছে বাকি বাজারটিতে কোন সমিতি নাই।

সাঘাটা ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৫ টি। যথা: কচুয়া বাজার, সাঘাটা বাজার, মুন্সিরহাট বাজার, ইটাঘুরি বাজার ও তেতুলতলা বাজার। কচুয়া বাজারে হাট বসে বৃহস্পতি বার সাঘাটা বাজারে হাট বসে শুক্র ও মঙ্গলবার, মুন্সিরহাট বাজারে হাট বসে রবি ও বুধবার, ইটাঘুরি বাজারে হাট বসে মঙ্গলবার আর তেতুলতলা বাজারে হাট বসে বৃহস্পতি বার এছাড়াও প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে। কচুয়া বাজারে দোকান আছে-৩০০টি, সাঘাটা বাজারে দোকান আছে-৫৬০টি, মুন্সিরহাট বাজারে দোকান আছে-২০০টি, ইটাঘুরি বাজারে দোকান আছে-৫০টি ও তেতুলতলা বাজারে দোকান আছে-৫০টি। সাঘাটা বাজারে ০২টি সমিতি আছে বাকি বাজারগুলোতে কোন সমিতি নাই।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৪ টি, জুমারবাড়ি বাজার, থৈকরের পাড়া বাজার, বাজিতনগর বাজার ও কামারপাড়া বাজার। জুমারবাড়ি বাজার শনিবার ও বুধবার দিন হাট বসে কিন্তু বাকি বাজারগুলোতে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। জুমারবাড়ি বাজার সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয় তাই হাট বসে বাকি বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না তাই কোন হাট বসেনা। জুমারবাড়ি বাজারে দোকান আছে-২৫০টি, থৈকরের পাড়া বাজারে দোকান আছে-৭০টি, বাজিতনগর বাজারে দোকান আছে-৩২টি ও কামারপাড়া বাজারে দোকান আছে-২০টি। জুমারবাড়ি বাজারে ০১টি সমিতি আছে।

পদুমশহর ইউনিয়নে হাট বাজার আছে ০৪টি। যথা: ডিমলাপদুমশহর বাজার, টেপাপদুমশহর বাজার, চকদাতেয়া বাজার ও কুমারগাড়ি বাজার। ডিমলাপদুমশহর বাজার, টেপাপদুমশহর বাজার, চকদাতেয়া বাজার ও কুমারগাড়ি বাজারে কোন হাট বসেনা তবে প্রত্যেকদিন বাজার বসে। বাজারগুলো সরকারীভাবে ইজারা দেওয়া হয়না। তাই কোন হাট বসেনা। ডিমলাপদুমশহর বাজারে দোকান আছে-২০০টি, টেপাপদুমশহর বাজারে দোকান আছে-১৫০টি, চকদাতেয়া বাজারে দোকান আছে-১১০টি, কুমারগাড়ি বাজারে দোকান আছে-৮০টি। বাজারগুলোতে ৩টি সমিতি আছে।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

ঘরবাড়ীঃ সাঘাটা উপজেলায় পাকা, আধাপাকা, টিনের, মাটির ও ছনের ঘর আছে। ঘরগুলো মধ্যে ইট-সিমেন্ট, টিন-কাঠ, মাটি, ছন দিয়ে তৈরী ঘর-বাড়ি। মোট ঘরের সংখ্যা ১,৫২,০২২টি তার মধ্যে পাকা ঘর ২১,৬৬৬ টি এবং কাচা ঘর ১,৩০,৩৫৬টি। বন্য ও নদী ভাঙ্গনের কারনে ঘরবাড়িগুলো প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায় এবং ঘরবাড়িগুলো মেরামতের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে কাচা ঘরগুলো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় এতে মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পানিঃ সাঘাটা উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হচ্ছে নলকূপ ও তারাপাম্প। এরমধ্যে নলকূপ আছে ৫৮,৮৬৭টি, তারাপাম্প আছে ১৮৫টি। তারমধ্যে ৫৭,৭৩০টি ভাল ও ১,৩২২টি নষ্ট এগুলোর মধ্যে বন্যার সময় প্রায় ১৫,৫০০-১৬,০০০টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে থাকে যেগুলো বন্যার সময় ব্যবহার করা যায় বন্যা বেশী হলে ৭-৮ হাজার নলকূপ ব্যবহার উপযোগী থাকে এবং

ব্যবহার করা যায়। বন্যার সময় ৮৫%-৯০% নলকূপ পানিতে তলিয়ে যায় এই সময় মানুষের নিরাপদ পানির প্রচুর সমস্যা হয় এই এলাকার ৯০% অধিবাসি নলকূপের পানি ব্যবহার করে।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে সাঘাটা উপজেলায় প্রায় ৩২,৩০৩টি, এর মধ্যে প্রায় ৯,৫০০-১০,০০০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যার সময় উপরে থাকে সেগুলো বন্যার সময় ব্যবহার করা যায় আর বন্যা বেশী হলে ৫-৬ হাজার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা যায়। এই এলাকার ৭০% অধিবাসি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগারঃ

উপজেলার সরকারী, বে-সরকারী প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাঠাগার ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ উক্ত উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নেই সরকারী, বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাঠাগার রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরন সংযুক্ত করা হলো ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ সাঘাটা উপজেলায় মসজিদ আছে প্রায় ৪৭৫ টি, মন্দির ৫৪ টিঃ

কচুয়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৫০টি, সটিতলা-৩টা, ওসমানের পাড়া-৫টা, চন্দনপাট-৪টা, কচুয়া-৫টা, গাছাবাড়ি-৪টা, রামনগর-৩টা, অনন্তপুর-৪টা, বুরুঙ্গি-৪টা, উল্লা সোনাতলা-৪টা, পাটানপাড়া-৩টা, বালুয়া-৩টা, বড়াইকান্দি-৪টা, পাচিয়ারপুর ও ঝৈলতলা-৩টা। **মন্দির আছে ৫টি,** যথা: বন্নতের বাজার, উল্লা সোনাতলা-২টা, কচুয়া ও বুরুঙ্গি। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

ঘুরিদহ ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৬০টি, কমলপুর-৫টা, মথরপাড়া-৫টা, বাউলিয়া-৪টা, যাদুরতাইর-৭টা, পূর্ব অনন্তপুর-৬টা, ঘুরিদহ-৭টা, খামার পবনতাইর-৫টা, পচাবস্তা-৪টা, পবনতাইর-৪টা, উ: ঝারাবর্ষা-৪টা, চিনিরপটল-৫টা ও দ: ঝারাবর্ষা-৪টা। **মন্দির আছে ১০টি,** যথা: মথরপাড়া-২টা, বাউলিয়া, ঘুরিদহ, ঝারাবর্ষা-২টা, চিনিরপটল-৩টা, ও খামার পবনতাইর। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

কামালেরপাড়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৮৫টি, কিংকরপুর-৪টা, জালাল তাইর-৫টা, বাঙ্গাবাড়ি-৩টা, চাকলি-২টা, ফুলিয়াদিগর-৪টা, পাকুরতলা-৪টা, পাচপুর-৩টা, শিমুলবাড়িয়া-৪টা, বলিয়ারবের-৩টা, কৈচড়া-৩টা, মংলারপাড়া-৩টা, চরপাড়া-৩টা, জাঙ্গালিয়া-২টা, শিমুলবাড়ি-৩টা, বারকোন-২টা, সিলমানেরপাড়া-৩টা, সুজালপুর-৪টা, ভগবানপুর-২টা, গোরেরপাড়া-৩টা, হাপানিয়া-২টা, সাবাজেরপাড়া-৪টা, আখগরগরিয়া-৩টা, পাচ গরগরিয়া-৪টা, নশিরারপাড়া-৩টা, কামালেরপাড়া-৬টা ও গজারিয়া-৩টা। **মন্দির আছে ৩টি**, যথা: কামালেরপাড়া-২টা ও সুজালপুর। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

মুক্তিনগর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৪৮টি, চকচকিয়া-৫টা, ভরতখালি-৬টা, বেলতৈল-৫টা, কুখাতাইর-৫টা, মাঝবাড়ি-৪টা, শ্যামপুর-৪টা, ধানগড়া-৪টা, ধনারুয়া-৬টা, পুটিমারী-৫টা ও খামার ধনারুয়া-৪টা। **মন্দির আছে ৯টি,** যথা: চকচকিয়া-২টা, ভরতখালি-২টা, পুটিমারী-২টা শ্যামপুর-২টা ও খামার ধনারুয়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

বোনারপাড়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৩০টি, হেলেঞ্চা, তেলিয়া-৩টা, ভাটি-২টা, ময়মন্তপুর-২টা, বোনারপাড়া-৪টা, পশ্চিম শিমুলতাইর-২টা, মধ্য শিমুলতাইর-৩টা, পূর্ব শিমুলতাইর-২টা, ছাতকালপানি-২টা, কালপানি, পূর্ব রাগবপুর-২টা, পূর্ব দূর্গাপুর, মধ্য রাগবপুর, পশ্চিম রাঘবপুর, পশ্চিম দূর্গাপুর-২টা, দলদলিয়া। **মন্দির আছে ১০টি,** যথা: বোনারপাড়া, দূর্গাপুর, দলদলিয়া, রাঘবপুর, ও পূর্ব রাগবপুর, ময়মন্তপুর ও ভাটি। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

হলুদিয়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৪৬টি, কালুরপাড়া-৩টা, কামারপাড়া-৩টা, হলদিয়া-৪টা, কানাই, গুবিন্দপুর-৪টা, পাতিলেরবাড়ি-৩টা, গারামারা-৪টা, নলছিয়া-৩টা, উত্তর দিগলকান্দি-৩টা, দক্ষিন দিগলকান্দি-৩টা, গুয়াবাড়ি-৪টা, গরামারা-৪টা, ছিফি-৩টা ও চাঙ্গালিয়া-৪টা। **মন্দির আছে ১টি,** যথা: নলছিয়া মাঝিপাড়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

ভরতখালি ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৩টি, উত্তর উল্লা -৩টা, দক্ষিন উল্লা -২টা, কুকরাহাট-২টা, ভাঙ্গামোড়-২টা, সানকি ভাঙ্গা, সাকোয়া, ভরতখালি, চিতলিয়া-৩টা, দক্ষিন ঘটিয়া-২টা, উত্তর ঘটিয়া-২টা, মান্দুরা-৪টা। **মন্দির আছে ৩টি,** যথা: উত্তর উল্লা, কুকরাহাট, ভরতখালি। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়।

সাঘাটা ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৭৫টি, গোবিন্দি বাশহাটা-১১টা, কচুয়াহাট-৮টা, উত্তর সাতালিয়া-৭টা, দক্ষিন সাতালিয়া-৫টা, হটবাড়ি-৬টা, দক্ষিন যুগিপাড়া-৬টা, উত্তর যুগিপাড়া-৭টা, হাসিলকান্দি-৯টা, সাঘাটা-৮টা ও বাশহাটা-৮টা। **মন্দির আছে ৭টি,** যথা: সাঘাটা-২টা, উত্তর যুগিপাড়া-২টা, দক্ষিন সাতালিয়া, দক্ষিন যুগিপাড়া ও গোবিন্দি। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

জুমারবাড়ি ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৩৫টি, বেঙ্গারপাড়া-৩টা, থৈকরের পাড়া-৩টা, বাদিনারপাড়া-৩টা, আমদিরপাড়া-৩টা, আবদুল্লারপাড়া, জুমারবাড়ি-২টা, কাঠুর-২টা, চান্দপাড়া, মামুদপুর-২টা, বগারভিটা-২টা, দহিচরা, কামারপাড়া-৩টা, কুন্দপাড়া, মেছট-২টা, বাজিতনগর-৩টা ও বসন্তেরপাড়া। **মন্দির আছে ৪টি,** যথা: বেঙ্গারপাড়া, আমদিরপাড়, জুমারবাড়ি ও কামারপাড়া। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মন্দিরে হিন্দুদের প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়।

পদুমশহর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৩টি, চকদাতেয়া-৩টা, টেপাপদুমশহর-২টা, কুমারগাড়ি, মজিদের ভিট, কতলপাড়া, জোরডোবা, ডিমলাপদুমশহর-৪টা, শাহাবাড়ি, মুন্সিপাড়া, নয়াবন্দর, পন্ডিতপাড়া, তেতুলের ভিটা, মহিষলাঠি, মন্ডলপাড়া, চরপাড়া, উল্লা পাড়া, মুক্তিপাড়া। **মন্দির আছে ২টি**, যথা: কুমারগাড়ি ও ঝাকেরভিটা। মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও শিশুদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়।

ধর্মীয় জামাতের স্থান (ঈদগাহ)ঃ সাঘাটা উপজেলায় ঈদগাহ জামায়েতের মাঠ আছে ৭৩ টিঃ

কচুয়া ঈদগাহ মাঠ আছে ৩টি, উল্লা সোনাতলা, গাছাবাড়ি, সঠিতলা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ঘুড়িদহ ঈদগাহ মাঠ আছে ১২ টি, চিনিরপটল ঈদগাহ, উ: ঝারাবষা ঈদগাহ, দ: ঝারাবর্ষা, কমলপুর, মথরপাড়া, যাদুরতাইর, বাউলিয়া, ঘুড়িদহ-২টা, পবনতাইর, খামার পবনতাইর, পূর্ব অনন্তপুর, পচাবস্তা ঈদগাহ মাঠ ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কামালেরপাড়া ঈদগাহ মাঠ আছে ৮টি, গজারিয়া ঈদগাহ, গরগরিয়া ঈদগাহ, ফলিয়া, পাচপুর, বারকোনা-২টা, হাপানিয়া ও জাঙ্গালিয়া ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

মুক্তিনগর ঈদগাহ মাঠ আছে ৮টি। যথা: চকচকিয়া, ভরতখালি, বেলতৈল, কুখাতাইর, শ্যামপুর, ধানগড়া, ধনারুয়া ও খামার ধনারুয়া ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

বোনারপাড়া ঈদগাহ মাঠ আছে ৫টি, রাগবপুর, বোনারপাড়া, দূর্গাপুর, পশ্চিম শিমুলতাইর ও পশ্চিম শিমুলতাইর রেল কলোনী ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

হলদিয়া ঈদগাহ মাঠ আছে ৬ টি, নলছিয়া, হলদিয়া, গোবিন্দপুর, মন্ডলপাড়া, উত্তর দিগলকান্দি ও দক্ষিন দিগলকান্দি ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ভরতখালি ঈদগাহ মাঠ আছে ৫টি, উত্তর উল্লা, দক্ষিন উল্লা, সানকি ভাঙ্গা ও দক্ষিন ঘটিয়া ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে

সাঘাটা ঈদগাহ মাঠ আছে ৮টি। যথা: গোবিন্দি, বাশহাটা, কচুয়া, উত্তর সাতালিয়া, দক্ষিন যুগিপাড়া-২টা, সাঘাটা ও হটবাড়ি ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

জুমারবাড়ি ঈদগাহ মাঠ আছে ১১টি, বাদিনারপাড়া-২টা, আমদিরপাড়া, কামারপাড়া, বাজিতনগর, জুমারবাড়ি-২টা, মেছট, বগারভিটা, কুন্দপাড়া ও কাঠুর ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

পদুমশহর ঈদগাহ মাঠ আছে ৭টি, চকদাতেয়া-২টা, টেপাপদুমশহর-৩টা ও ডিমলাপদুমশহর-২টা ঈদগাহ মাঠ। ঈদগাহ মাঠে ঈদ-এর জামাত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই একটি ঈদগাহ মাঠ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

স্বাস্থ্যসেবাঃ সাঘাটা উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে ০১ টি। ডাক্তার আছে ০৫ জন ও নার্স আছে ৮ জন। সাঘাটা উপজেলায় বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ০৩ টি। ডাক্তার আছে ৮ জন ও নার্স আছে ১২ জন।

কচুয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি কচুয়া অবস্থিত। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

ঘুড়িদহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি বটতলা বাজারে অবস্থিত। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

কামালেরপাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি কামালেরপাড়া বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০২ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: বারকোনা ও পাকুরতলা, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

মুক্তিনগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি মুক্তিনগর বাজারে অবস্থিত।এছাড়াও ০২টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: শ্যামপুর ও ভরতখালি, সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই

বোনারপাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি বোনারপাড়া বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: রাঘবপুর সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

হলদিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি হলুদিয়া বাজারে অবস্থিত। এছাড়া আর কোন কমিউনিটি ক্লিনিক ও বে-সরকারী স্বস্থ্য কেন্দ্র নাই। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল।

ভরতখালি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি উল্লা বাজারে অবস্থিত। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

সাঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি সাঘাটা বাজারে অবস্থিত। এছাড়া আর কোন কমিউনিটি ক্লিনিক ও বে-সরকারী স্বস্থ্য কেন্দ্র নাই। ডাক্তার-৪ জন, নার্স-৭ জন ও এফ.ডব্লিউ.ভি-২ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল।

জুমারবাড়ি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি জুমারবাড়ি বাজারে অবস্থিত। এছাড়াও ০৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে, যথা: থৈকরের পাড়া, আমদিরপাড়া, কুন্দপাড়া ও বাজিতনগর, সাকমো-১ জন, এফ.ডবিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

পদুমশহর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি টেপাপদুমশহর বাজারে অবস্থিত। সাকমো-১ জন, এফ.ডব্লিউ.ভি-১ জন, সেবার মান মোটামুটি ভাল, কিন্তু কোন বেসরকারী কেন্দ্র নাই।

ব্যাংকঃ

সাঘাটা উপজেলায় ব্যাংক আছে ১৪টি তার মধ্যে সোনালী ব্যাংক আছে ০৩টি, রূপালি ব্যাংক আছে ০১টি, অগ্রনী ব্যাংক আছে ০২টি, ইসলামী ব্যাংক আছে ০২টি, গ্রামীণ ব্যাংক আছে ০৩টি, সিটি ব্যাংক আছে ০১টি কৃষি ব্যাংক আছে ০১টি ও আনছার ভিডিপি ব্যাংক আছে ০১টি আর বে-সরকারী ব্যাংক ব্রাক ও গ্রামীন ব্যাংক। এছাড়াও বিভিন্ন মেয়াদি প্রকল্প কার্যক্রম চালু আছে ব্যাংকগুলো বোনারপাড়া বাজার, সাঘাটা, পদুমশহর, কামালেরপাড়া অবস্থিত। ব্যাংকগুলোতে টাকা আদান প্রদান ছাড়াও ক্ষুদ্র ঋন কার্যক্রম এবং মানি অর্ডার, টি.টি ও মানি গ্রামের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মেয়াদি প্রকল্প কার্যক্রম চালু আছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী অফিসের বেতন ভাতাদি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

পোষ্ট অফিসঃ সাঘাটা উপজেলায় পোষ্ট অফিস আছে ১৮ টিঃ

কচুয়া পোষ্ট অফিস আছে ৩টি, কচুয়া, তীরমোহনী/ রামনগর ও উল্লা সোনাতলা । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

ঘুড়িদহ পোষ্ট অফিস আছে ১টি যথা: ডাকবাংলা বাজার ঘুড়িদহ । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

কামালেরপাড়া পোষ্ট অফিস আছে ২টি বারকোনা ও কামালেরপাড়া বাজারে । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয় ।

মুক্তিনগর পোষ্ট অফিস আছে ১টি খামার ধনারুয়া । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা হয় ।

বোনারপাড়া পোষ্ট অফিস আছে ২টি বোনারপাড়া ও পূর্ব শিমুলতাইর । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

হলদিয়া পোষ্ট অফিস আছে ১টি হলুদিয়া বাজারে । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয়

ভরতখালি পোষ্ট অফিস আছে ২টি যথা: ভরতখালি ও উত্তর ঘটিয়া । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

সাঘাটা পোষ্ট অফিস আছে ৩টি সাঘাটা, মুন্সিরহাট ও ভরতখালি বাজারে । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

জুমারবাড়ি পোষ্ট অফিস আছে ১টি জুমারবাড়ি বাজারে । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

পদুমশহর পোষ্ট অফিস আছে ২টি যথা: চকদাতেয়া ও নয়াবন্দর । পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি অদান প্রদান করা হয়, এছাড়া মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে টাকা অদান প্রদান করা হয় । পোষ্ট অফিসে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে টাকা জমা রাখা হয় ।

ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ সাঘাটা উপজেলায় ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে ২১ টিঃ

কচুয়া ইউনিয়নে ১টি ক্লাব কচুয়া আদর্শ ক্লাব, জুমারবাড়ি ইউনিয়নে ৬টি ক্লাব, নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব, পাটোয়া যুব সংহতি ক্লাব, রথের বাজারে ইয়ং ক্লাব, পোগইল একতা ক্লাব, ধানখুনিয়া আদর্শ ক্লাব ও পুরানদহ শীতলগ্রাম ষ্টার ক্লাব, কামালেরপাড়া ইউনিয়নে ৩টি ক্লাব, কামালেরপাড়া আদর্শ ক্লাব, বারকোনা যুব সংহতি ক্লাব, পাকুরতলা জনতা ক্লাব, মুক্তিনগর ইউনিয়নে ৩টি ক্লাব মুক্তিনগর আদর্শ ক্লাব, ভরতখালি যুব সংহতি ক্লাব, শ্যামপুর জনতা ক্লাব, পদুমশহর ইউনিয়নে ৩টি ক্লাব টেপাপদুমশহর যুব সংহতি ক্লাব, ডিমলাপদুমশহর জনতা ক্লাব চকদাতেয়া আদর্শ ক্লাব, বোনারপাড়া ইউনিয়নে ২টি ক্লাব বোনারপাড়া আদর্শ ক্লাব, রাগবপুর যুব সংহতি ক্লাব, সাঘাটা ইউনিয়নে ৩টি ক্লাব সাঘাটা আদর্শ ক্লাব, ভরতখালি যুব সংহতি ক্লাব, বাশহাটা ইয়ং ক্লাব, কচুয়া আদশ ক্লাব, নাকাইহাট আদর্শ ক্লাব, কামালেরপাড়া আদর্শ ক্লাব, মুক্তিনগর আদর্শ ক্লাব, টেপাপদুমশহর যুব সংহতি ক্লাব, বোনারপাড়া আদর্শ ক্লাব ও বাশহাটা ইয়ং ক্লাবএই ৭টি ক্লাব সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে বাকি ক্লাবগুলো কোন উন্নয়নমূলক কাজ করেনা ।

এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (কয়টি, কি কাজ করে, দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে কিনা ইত্যাদি)

ক্র: নং	এনজিও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের নাম	দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে কিনা	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	হ্যাঁ	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৬,২৭৮	১/১/০৮ হতে৩১/১২/১২ ইং
০২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	হ্যাঁ	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৬,৫৬৯	১/১/১০ হতে৩১/১২/১৪ ইং
০৩	এস কে এস	হ্যাঁ	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১০,৮৬৭	১/৬/১১ হতে৩০/৬/১৩ ইং
০৪	ব্রাক	হ্যাঁ	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৫,৮৯৭	১/১/১০ হতে৩০/০৮/১৩ ইং
০৫	সি সি ডি বি	হ্যাঁ	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৬,৮৯৭	১/১/১১ হতে৩১/১২/১৪ ইং

০৬	আর.ডি.আর.এস	হ্যাঁ	স্কুল ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম	৬,৮৫০	১/১/১১ হতে৩১/১২/১৪ ইং

খেলার মাঠঃ সাঘাটা উপজেলায় ছোট-বড় খেলার মাঠ আছে ৩৬ টিঃ

কচুয়া খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, কচুয়া, তীরমোহনী/ রামনগর, উল্লা সোনাতলা ও ওসমানের পাড়া ইত্যাদি। দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল আশ্রয় নেয় এবং বন্যার সময় তিনটি খেলার মাঠে পানি উঠে।

ঘুড়িদহ খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, বটতলা, ঘুড়িদহ, ঝারাবর্ষা ও যাদুরতাইর ইত্যাদি। প্রত্যেকটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে যদি পানি না উঠে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল আশ্রয় নেয় এবং বেশী বন্যা হলে বন্যার সময় তিন চারটি খেলার মাঠেই পানি উঠে যায়।

কামালেরপাড়া খেলার মাঠ আছে ০৬টি, কামালেরপাড়া, বারকোনা, ফলিয়া, জালালতাইর, কৈচরা ও শিলমানের পাড়া ইত্যাদি। দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল আশ্রয় নেয় এবং বন্যার সময় তিন চারটি খেলার মাঠে পানি উঠে।

মুক্তিনগর খেলার মাঠ আছে ০৬টি, মুক্তিনগর, কচুয়াহাট, খামার ধনারুয়া, কুখাতাইর, বেলতৈল ও চকচকিয়া ইত্যাদি। দুই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল আশ্রয় নেয় এবং বন্যার সময় তিন চারটি খেলার মাঠে পানি উঠে।

বোনারপাড়া খেলার মাঠ আছে ০১টি, বোনারপাড়া এই একটি খেলার মাঠ দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল আশ্রয় নেয় এবং বেশী বন্যা হলে বন্যার সময় খেলার মাঠটিতে পানি উঠে।

হলদিয়া খেলার মাঠ আছে ০৩ টি, গোবিন্দপুর, বেড়া ও নলছিয়া ইত্যাদি। সব কয়টি খেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল ও হাস মুরগী আশ্রয় নেয় এবং বন্যা বেশী হলে তিনটি খেলার মাঠেই পানি উঠে।

সাঘাটা খেলার মাঠ আছে ০৪টি,সাঘাটা, কচুয়া, মুন্সিরহাট ও দক্ষিন যুগিপাড়া ইত্যাদি। সব কয়টি খেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল ও হাস মুরগী আশ্রয় নেয় এবং বন্যা বেশী হলে তিন চারটি খেলার মাঠেই পানি উঠে।

জুমারবাড়ি খেলার মাঠ আছে ০৪টি, জুমারবাড়ি-২টা, বাদিনারপাড়া ও দহিচড়া। সব কয়টি খেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল ও হাস মুরগী আশ্রয় নেয় এবং বন্যা বেশী হলে তিন চারটি খেলার মাঠেই পানি উঠে।

পদুমশহর খেলার মাঠ আছে ০৪ টি, চকদাতেয়া, টেপাপদুমশহর, নয়াবন্দর ও ডিমলাপদুমশহর ইত্যাদি। সব কয়টি খেলার মাঠই দুর্যোগের সময় কাজে লাগে। দুর্যোগের সময় মানুষসহ গরু-ছাগল ও হাস মুরগী আশ্রয় নেয় এবং বন্যা বেশী হলে তিনটি খেলার মাঠেই পানি উঠে।

কবরস্থান/ শ্মশানঘাট ঃ সাঘাটা উপজেলায় কবরস্থান আছে ৪০৫ টি আর শ্মশানঘাট আছে ২৯টিঃ

কচুয়া কবরস্থান আছে ৬০টি, সটিতলা-৪টা, ওসমানের পাড়া-৫টা, চন্দনপাট-৪টা, কচুয়া-৬টা, গাছাবাড়ি-৩টা, রামনগর-৫টা, অনন্তপুর-৩টা, বুরুঙ্গি-৩টা, উল্লা সোনাতলা-৫টা, পাটানপাড়া-৩টা, বালুয়া-৪টা, বড়াইকান্দি-৪টা, পাচিয়ারপুর-৪টা ও ঝৈলতলা-৩টা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি**, যথা: উল্লা সোনাতলা ও বাঙ্গালী নদীরপার । বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

ঘুড়িদহ কবরস্থান আছে ২৪টি, কমলপুর-২টা, মথরপাড়া-২টা, বাউলিয়া, যাদুরতাইর-২টা, পূর্ব অনন্তপুর-২টা, ঘুড়িদহ-৩টা, খামার পবনতাইর-৩টা, পচাবস্তা-২টা, পবনতাইর-২ট, উ: ঝারাবর্ষা-২টা, চিনিরপটল-২টা ও দ: ঝারাবর্ষা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: উ: ঝারাবর্ষা ও তেনাচিরা। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

কামালেরপাড়া কবরস্থান আছে ৭০টি, কিংকরপুর-২টা, জালাল তাইর-২টা, বাঙ্গাবাড়ি-৩টা, চাকলি-২টা, ফুলিয়াদিগর-৫টা, পাকুরতলা-৩টা, পাচপুর-৪টা, শিমুলবাড়িয়া-৩টা, বলিয়ারবের-৪টা, কৈচড়া-৩টা, মংলারপাড়া-৪টা, চরপাড়া-৪টা, জাঙ্গালিয়া-৩টা, শিমুলবাড়ি-৩টা, বারকোনা-২টা, সিলমানের পাড়া-৩টা, সুজালপুর-২টা, ভগবানপুর-৩টা, গোরেরপাড়া-৩টা, হাপানিয়া-২টা, সাবাজেরপাড়া, আখগরগরিয়া-২টা, পাচ গরগরিয়া-টা, নশিরারপাড়া, কামালেরপাড়া-৩টা ও গজারিয়া। **শ্মশানঘাট আছে ৩টি**, যথা: কামালেরপাড়া, গজারিয়া ও সুজালপুর। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

মুক্তিনগর কবরস্থান আছে ১৮টি, চকচকিয়া-২টা, ভরতখালি-২টা, বেলতৈল, কুখাতাইর-২টা, মাঝবাড়ি, শ্যামপুর, ধানগড়া-৩টা, ধনারুয়া-২টা, পুটিমারী ও খামার ধনারুয়া-২টা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: ভরতখালি। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

বোনারপাড়া কবরস্থান আছে ১৬টি, হেলেঞ্চা, তেলিয়া, ভাটি, ময়মন্তপুর, বোনারপাড়া, পশ্চিম শিমুলতাইর, মধ্য শিমুলতাইর, পূর্ব শিমুলতাইর, ছাতকালপানি, কালপানি, পূর্ব রাঘবপুর, পূর্ব দূর্গাপুর, মধ্য রাগবপুর, পশ্চিম রাগবপুর, পশ্চিম দূর্গাপুর, দলদলিয়া। **শ্মশানঘাট আছে ৫টি,** যথা: ভূতমারা, তেলিয়ান, পূর্ব রাঘবপুর, দলদলিয়া ও পূর্ব ভাটি। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

হলদিয়া কবরস্থান আছে ২৫টি, কালুরপাড়া-২টা, কামারপাড়া-৩টা, হলদিয়া-৩টা, কানাইপাড়া, গুবিন্দপুর, পাতিলেরবাড়ি, গারামারা-২টা, নলছিয়া-২টা, উত্তর দিগলকান্দি-২টা, দক্ষিন দিগলকান্দি-২টা, গুয়াবাড়ি-২টা, গরামারা, ছিফি-২টা ও চাঙ্গালিয়া। **শ্মশানঘাট আছে ১টি,** যথা: নলছিয়া। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

ভরতখালি কবরস্থান আছে ১৪টি, উত্তর উল্লা -২টা, দক্ষিন উল্লা, কুকরাহাট, ভাঙ্গামোড়-২টা, সানকি ভাঙ্গা, সাকোয়া-২টা, ভরতখালি, চিতলিয়া, দক্ষিন ঘটিয়া. উত্তর ঘটিয়া, মান্দুরা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** দক্ষিন উল্লা -২টা। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

সাঘাটা কবরস্থান আছে ২৮টি, গোবিন্দি বাশহাটা-৪টা, কচুয়াহাট-৩টা, উত্তর সাতালিয়া-৩টা, দক্ষিন সাতালিয়া-২টা, হটবাড়ি-৩টা, দক্ষিন যুগিপাড়া-২টা, উত্তর যুগিপাড়া, হাসিলকান্দি-৪টা, সাঘাটা-৪টা। **শ্মশানঘাট আছে ২টি,** যথা: গোবিন্দি ও উত্তর যুগিপাড়া। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

জুমারবাড়ি কবরস্থান আছে ৮৫টি, বেঙ্গারপাড়া-৫টা, থৈকরের পাড়া-৪টা, বাদিনারপাড়া-৪টা, আমদিরপাড়া-৪টা, আবদুল্লারপাড়া-৩টা, জুমারবাড়ি-৫টা, কাঠুর-৩টা চান্দপাড়া-৪টা, মামুদপুর-৩টা, বগারভিটা-৪টা, দহিচরা-৩টা, কামারপাড়া-৫টা, কুন্দপাড়া-৫টা। **শ্মশানঘাট আছে ৩টি,** জুমারবাড়ি, আমদিরপাড়া ও বেঙ্গারপাড়া । বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

পদুমশহর কবরস্থান আছে ৬৫টি, চকদাতেয়া-৮টা, টেপাপদুমশহর-৭টা, কুমারগাড়ি-৩টা, আমতলী-৩টা, মন্ডলপাড়া-৩টা, মজিদের ভিটা-৪টা, নয়াবন্দর-৩টা, কতলপাড়া-৩টা, ডিমলাপদুমশহর-৭টা, মহিষলাঠি-৪টা, আঠারোবাড়ি-৩টা, তেতুলের ভিটা-৪টা, জোর ডোবা, মুন্সিপাড়া-৩টা, মন্ডলপাড়া-৩টা, চরপাড়া-২টা, উল্লাপাড়া-৪টা। **শ্মশানঘাট আছে ৭টি,** কুমারগাড়ি, মহিষলাঠি, টেপাপদুমশহর-২টা, নয়াবন্দর ও ডিমলাপদুমশহর-২টা। বন্যার সময় বেশীরভাগ কবরস্থান পানিতে ডুবে যায়।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

সাঘাটা উপজেলার যোগাযোগের মাধ্যম স্থল পথ, রেল পথ ও নৌ-পথ। এই এলাকার বেশীরভাগ মানুষ স্থল পথে যাতায়াত করে। পরিবহন ব্যবস্থা মধ্যে রয়েছে টেম্পু, অটোরিক্সা, সি এন জি, ভ্যান, রিক্সা, নছিমন, নৌকা ও ট্রলার ইত্যাদি। টেম্পু ২২০ টি, অটোরিক্সা / সি এন জি ৩৬টি, রিক্সা ৫২০ টি, ভ্যান ৭৭০ টি, নছিমন ২৩০ টি, নৌকা-২২ টি, ও ট্রলার-০৮টি।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

বৃষ্টিপাতের ধারাঃ সচরাচর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হয়, গ্রীষ্ম মৌসুমে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ও কাল-বৈশাখি ঝড়, ঘুর্নিঝড় হয় আবার মাঝে মাঝে শীলাবৃষ্টি হয় শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। কখনও কখনও বসন্ত কালে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয়না এতে খরার সৃষ্টি হয় নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর ডোবা শুকিয়ে যায় তখন কৃষি কাজ ব্যহত হয় এবং ফসল ও গাছপালার প্রচুর ক্ষতি হয়।

তাপমাত্রাঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ৩৪-৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৪-২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত আর শীত ও বসন্ত এই মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে সাধারনত ২৮-৩০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৮-১০ ডিগ্রি পর্যন্ত। তাপমাত্রা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার শীত মৌসুমে তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৪-৫ ডিগ্রিতে নেমে যায় এবং শৈত্য প্রবাহ শুরু হয় এতে মানুষ মারা যায় ও ফসলের ক্ষতি হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ঃ সাঘাটা উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নে পানির স্তর এক নয় কোথাও ৩৫-৪০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৮৫-৯০ ফুট নীচে পানির স্তর। খুব বড় ধরনের কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নাই কারন আগেও পানির স্তর ছিল কোথাও ২৫-৩০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় আবার কোথাও ৭৫-৮০ ফুট নীচে পানির স্তর, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির স্তর স্থান বেধে কোথাও ৮৫-৯০ ফুট নীচে আবার কোথাও ১৫৫-১৬০ ফুট নীচে চলে যায় তখন শ্যালো মেশিন ও নলকূপে পানি কম উঠে

আনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নলকূপে পানিই উঠেনা এতে করে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানি ও খাবার পানির তীব্র সংকট হয় এতে করে এই এলাকার মানুষের খাবার পানি ও রান্নার পানির খুব কষ্ট হয় ।

১.৪.৪ অন্যান্য ঃ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ সাঘাটা উপজেলার মোট জমির পরিমান ৫৭,০৮৬ একর, আবাদী জমির পরিমান ৪৪,৬০০ একর, অনাবাদি জমির পরিমান ১,১২৮ একর, এক ফসলী জমির পরিমান ১,৫০০ একর, দুই ফসলী জমির পরিমান ৩১,২৫০ একর, তিন ফসলী জমির পরিমান ১১,৮৫০ একর, বসতি এলাকার পরিমান ৪,১০০ একর ।

কৃষি ও খাদ্যঃ সাঘাটা উপজেলার প্রধান প্রধান ফসল ধান, পাট,গম, ভুট্টা, শরিষা, আলু আখ ও সব্জি ইত্যাদি । প্রতি বিঘায় ধান উৎপাদন হয় ৩০-৩৫ মণ, গম হয় ১৫-২০ মণ, আলু হয় ৫০-৫৫ মণ, ভুট্টা হয় ২৫-৩০মণ এবং বন্যা, নদী ভাঙ্গন খরা ও ঘুর্নিঝড়ে ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয় । এই এলাকার মানুষের প্রধান খাদ্যসমূহ হচ্ছে ভাত, মাছ, রুটি ও আলু এবং এখানকার মানুষ এক বেলা রুটি ও দুই বেলা ভাত খেয়ে থাকেন ।

নদীঃ সাঘাটা উপজেলার মধ্য দিয়ে ছোট বড় ৫টা নদী প্রবাহিত হয়েছে যথাঃ যমুনা, ঘাগট, আলাই, বাঙ্গালী, ও এলেঙ্গা । নদী দিয়ে উপকার নদীতে মাছ পাওয়া যায় ও মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে ব্যবহৃত হয় নদীর পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, নদীতে গোসল করা ও কাপড় ধোয়া যায় এবং নদীতে অপকার নদী দ্বারা বন্যা হয় ও নদী ভাঙ্গন হয় এতে ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও রাস্তাঘাটসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ।

পুকুরঃ সাঘাটা উপজেলায় পুকুর ও দিঘী আছে ১,৩০৭টি । পুকুরের ব্যবহার পুকুরে মাছ চাষ করা যায়, সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, গোসল করা ও কাপড় ধোয়াসহ হাসের খামার করা যায় এবং গবাদিপশু গোসল করানো যায় এছাড়াও পুকুরপাড়ে ফলের গাছ, কাঠের গাছ লাগানো যায় এবং শাক সব্জিও চাষ করা যায় । পুকুরের উপকারও পুকুরে মাছ চাষ করা যায়, সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, গোসল করা ও কাপড় ধোয়াসহ হাসের খামার করা যায় এবং গবাদিপশু গোসল করানো যায় এছাড়াও পুকুরপাড়ে ফলের গাছ, কাঠের গাছ লাগানো যায় এবং শাক সব্জিও চাষ করা যায় ।

খালঃ সাঘাটা উপজেলায় ২৮টি খাল আছে জুমারবাড়ি খাল, দলদলিয়া খাল, হেলেঞ্চা খাল, কালপানি খাল, নলছিয়া খাল, বেড়া খাল, জৈলতলা খাল, কৈচড়া খাল, চরপাড়া খাল, ঝিগাগাড়া খাল ও সাতালিয়া খাল । খালের দৈর্ঘ ৯০ কি:মি: খাল দিয়ে উপকার খালের পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়, খালে মাছ পাওয়া যায়, গবাদিপশু গোসল করানো যায় এবং খালের পাড়ে ফল ও কাঠের বৃক্ষ রোপন করা যায় । খালে অপকার নদীর জোয়ারের পানি খালে প্রবেশ করে আনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে দেয় এবং বীজতলা তলিয়ে যায় ।

বিলঃ সাঘাটা উপজেলায় বিল আছে ৬৫টি । ব্যবহার বিলে মাছ পাওয়া যায়, বিলের জমিতে কৃষি কাজ করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে গরু, মহিশ, বেড়া ও ছাগল চরানো যায়, এবং উপকার মাছ পাওয়া যায়, বিলের জমিতে কৃষি কাজ করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে গরু, মহিশ, ভেড়া ও ছাগল চরানো যায় ।

সাঘাটা উপজেলার ম্যাপ প্রদান করা হলো

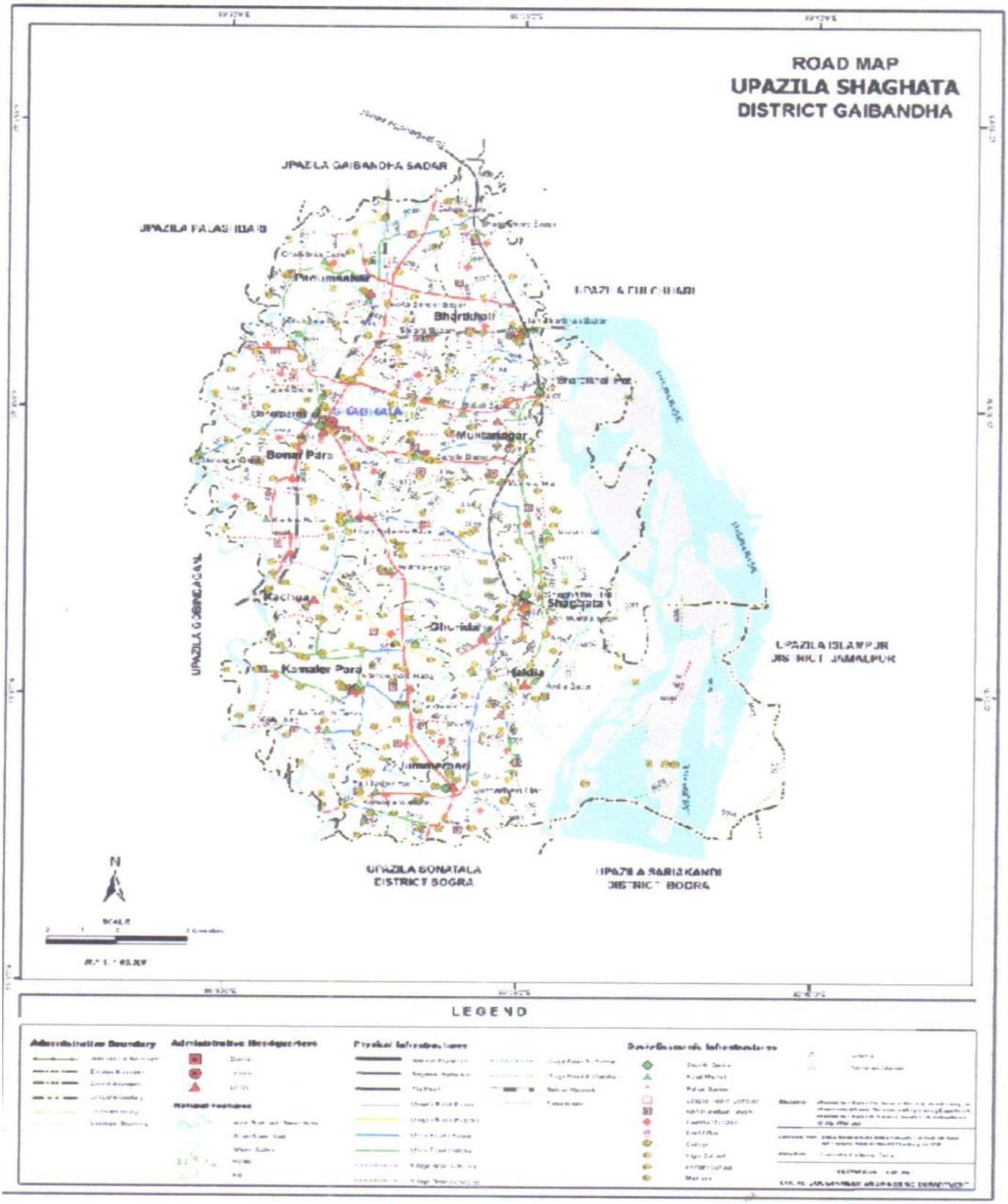

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

- উপজেলার প্রধান আপদ সমূহঃ সাঘাটা উপজেলার প্রধান আপদ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘুর্নিঝড় ও খরা ।
- আপদসমূহ ঘটার কারন ও ঘটার মৌসুম ঃ বন্যা আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে । অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও প্রাকৃতিক কারনে বন্যা হয় । নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ঘটে । নদীর ঢেউ ও নদীর স্রোতের কারনে নদী ভাঙ্গন হয় । খরা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয় কাল বৈশাখি ঝড় বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে হয় এবং শৈত্যপ্রবাহ পৌষ-মাঘ মাসে হয় ।
- অতীতে বন্যার পানির উচ্চতা ১২-১৫ ফুট হয়েছিল ।
- অতীতে বন্যায় ৩-৫ দিনের মধ্যে পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল ।
- বন্যার পানি ২৫-৩০ দিন স্থায়ী হয়েছিল ।
- বন্যার পানি, ঘুর্নিঝড় ও কাল বৈশাখিঝড় দক্ষিন-পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর কোণ হতে প্রবাহিত হয়েছিল ।
- জোয়ারের ফলে নদীর তীর ঘেসে ৫টি ইউণিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয় ।
- ক্ষয়ক্ষতির পরিমানঃ বন্যায় ক্ষতি হয় প্রায় ৭৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় প্রায় ২৩১ কোটি ১০ লক্ষ, কাল বৈশাখি ঝড়ে ক্ষতি হয় প্রায় ৮ কোটি ৯৫ লক্ষ ও শৈত্যপ্রবাহে ক্ষতি হয় প্রায় ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয় ও খরায় ক্ষতি হয় প্রায় ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ।
- মানুষের দুর্ভোগ/অসুবিধার বর্ণনা ঃ মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয় ।
- সাম্প্রতিক কয়েকটি দুর্যোগের খুব সংক্ষিপ্ত বর্ননাঃ ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১২ সালে নদী ভাঙ্গন, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে বন্যা, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালে কাল বৈশাখিঝড়, ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ সালে খরা ও ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে শৈত্য প্রবাহ এতে মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, যাতায়তের কষ্ট হয়, মানুষ মারা যায়, গবাদিপশু মারা যায়, নিরাপদ পানির সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ।

দুর্যোগ ঘটার কারণে ক্ষতির পরিমাণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ (দশ বছরের তথ্য ২০০৩ হতে ২০১৩)

দূর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন ক্ষাত / উপদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নদী ভাঙ্গন	১৯৯৮ সনে	৫৫কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, ফসল, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৫ সনে	৪৩ কোটি টাকা	ঐ
	২০০৬ সনে	১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৭ সনে	৪৬ কোটি টাকা	ঐ
	২০০৮ সনে	৬৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১০ সনে	১০ কোটি টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	৭২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা	ঐ
বন্যা	১৯৯৮ সনে	১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, ফসল, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৩ সনে	১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৪ সনে	২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৫ সনে	১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৬ সনে	৮০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৭ সনে	১৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৮ সনে	৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	২ কোটি টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	১৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	৭ কোটি টাকা	ঐ
কাল বৈশাখিঝড়	২০০৪ সনে	২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, ফসল, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৬ সনে	১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৮ সনে	৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	২০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১১ সনে	৬২ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা	ঐ
খরা	২০০৩ সনে	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০০৬ সনে	২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০০৯ সনে	১০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	৭০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	৩৫ লক্ষ টাকা	ঐ
লৈত্য প্রবাহ	২০০৫ সনে	২ কোটি টাকা	ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি
	২০১১ সনে	১০ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১২ সনে	২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা	ঐ
	২০১৩ সনে	২০ লক্ষ টাকা	ঐ

২.২ উপজেলার আপদসমূহঃ

আপদ	অগ্রাধিকার
০১. নদী ভাঙ্গন	০১. নদী ভাঙ্গন
০২. বন্যা	০২. বন্যা
০৩. খরা	০৩. কালবৈশাখী ঝড়
০৪. কালবৈশাখী ঝড়	০৪. খরা
০৫. জমিতে বালুপড়া	০৫. ঘূর্ণিঝড়
০৬. শৈত্য প্রবাহ	০৬. শৈত্য প্রবাহ
০৭. ঘূর্ণিঝড়	০৭. জমিতে বালুপড়া

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

১ নদীভাঙ্গনঃ সাঘাটা উপজেলায় নদী ভাঙ্গন খুব বেশী। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন কার্তিক ও অগ্রহায়ন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ ব্যাপকহারে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। এতে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। সরকারীভাবে নদীতে ব্লকদ্বারা বাধ, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতি পথ পরিবর্তন ও বন্যার সময় পানির গতি কমানোর জন্য টি বাধ নির্মান করা না হলে বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। আবাসস্থল বিলিন হয়ে যাবে। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন হলেও ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ও ২০১২ সালের নদী ভাঙ্গনে ব্যপক ক্ষতি হয়।

২. বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় একটি বন্যা কবলিত এলাকা সাঘাটা উপজেলা। আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, আবাসন, মৎস ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। আবাদি জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না। প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫,২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ মাঝে মাঝে সাঘাটা উপজেলায় কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এর মধ্যে ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার ব্যপক ক্ষতি হয়।

৪. খরাঃ মাঝে মাঝে এই সাঘাটা উপজেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে। খরা সাধারনত ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বারে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ মারা যায়। ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ সালের খরায় এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৫. ঘুর্নিঝড়ঃ মাঝে মাঝে সাঘাটা উপজেলায় ঘুর্নিঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসেই ঘুর্নিঝড়ও আঘাত আনে। ঘুর্নিঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংশ হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। ২০০১, ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ৩০১৩ সালের ঘুর্নিঝড়ে উপজেলার ব্যপক ক্ষতি হয়।

৬. শৈত্য প্রবাহঃ মাঝে মাঝে সাঘাটা উপজেলায় শৈত্য প্রবাহ প্রকট আকার ধারন করে। শৈত্য প্রবাহ সাধারনত পৌষ-মাঘ মাসে হয়। শৈত্য প্রবাহ ফলে মানুষের কষ্ট বারে, ফসলের ক্ষতি হয় ও মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের শৈত্য প্রবাহে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৭. জমিতে বালু পড়াঃ সাঘাটা উপজেলায় ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বন্যা হলে নদী ভেঙ্গে ও বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জমিতে বালি পড়ে। জমিতে বালি পড়ার কারনে কোন ফসল চাষ করা যায় না জমিতে বালি পড়ার কারনে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। তারমধ্যে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে জমিতে বালু পড়ার কারনে ক্ষতির পরিমান ছিল সবচেয়ে বেশী। যার ফলে এই উপজেলার প্রায় ২০০-২৫০একর জমিতে চাষ বন্ধ ছিল ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠি অমর্সথ হয়ে থাকে । সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা কওে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে ।

কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্নতা পয়েন্ট আকারে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করা হলোঃ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
০১ বন্যা	• বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়,(যেমন ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার ইত্যাদি), যোগাযোগে কষ্ট হয়, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ-কালভার্ট ডুবে যায় ও ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, বন্যার সময় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বয়স্করা বেশী ঝুকিতে থাকে ।	• সাঘাটা উপজেলায় ২টি আশ্রয়কেন্দ্র আছে • ৫টি ইউনিয়নে স্কুল কাম শেল্টার আছে ।
০২ নদী ভাঙ্গন	• নদী ভাঙ্গনে ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়,(যেমন ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার ইত্যাদি), যোগাযোগে কষ্ট হয়, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ-কালভাট ভেঙ্গে যায়, বিলীন হয়ে যায়, মানুষ মারা যায় ও জানমালের ক্ষতি হয়, নদী ভাঙ্গনের সময় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বয়স্কয়রা বেশী ঝুকিতে থাকে ।	• নদী ভাঙ্গন থেকে বাচার জন্য ০৯ টি ইউনিয়নে বাধ নির্মানর করা হয়েছে
০৩. কালবৈশাখি ঝড়	• কালবৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়, (যেমন ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার ইত্যাদি), যোগাযোগে কষ্ট হয় ও জানমালের ক্ষতি হয়, কালবৈশাখী ঝড় উপজেলার যেকোন ইউনিয়নে আঘাত আনতে পারে ।	• কালবৈশাখি ঝড়ের জন্য কোন আশ্রয়কেন্দ্র নাই ।
০৪. খরা	• ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি	• খরার সময় ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো মেশিন ইত্যাদির মাধ্যমে ফসলি জমিতে পানির ব্যবস্থা করা হয়
০৫. ঘুর্নিঝড়	• ঘুর্নিঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়, অবকাঠামো ধ্বংশ হয়, যোগাযোগে কষ্ট হয় ও জানমালের ক্ষতি হয়, ঘুর্নিঝড় উপজেলার যেকোন ইউনিয়নে আঘাত আনতে পারে	• ঘুর্নিঝড়ের জন্য কোন আশ্রয় কেন্দ্র নাই । • ঘুর্নিঝড়ে স্কুল কাম শেল্টারে আশ্রয় নেয় ।
০৬. শৈত্য প্রবাহ	• ফসল, মানুষ, গাছ-পালা, গবাদিপশু ইত্যাদি	যদিও পর্যাপ্ত পরিমানে গরম পরিধেয় বস্ত্র এবং গরম কাপড়ের অভাব পরিলক্ষিত হয় তথাপি অত্র উপজেলার জনগোষ্ঠী মোটামুটি ভালভাবেই তাদের এ কষ্টের মোকাবেলা করার সক্ষমতা আছে ।
০৭.জমিতে বালুপড়া	• ফসল ও জমি ।	এ ক্ষেত্রে এলাকার জনগনের কিছুই করার থাকে না ।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

কোন কোন এলাকা, ওয়ার্ড কি কি কারনে কিভাবে সর্বাধিক বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসাংখ্যা
নদী ভাঙ্গন	সাঘাটা, হলুদিয়া, জুমারবাড়ি, ঘুড়িদহ, কামালেরপাড়া, ও ভরতখালি ।	নদী ভাঙ্গন	২,৬৫,৯৮৫ জন
বন্যা	সাঘাটা, হলুদিয়া, জুমারবাড়ি, মুক্তিনগর, পদুমশহর, ঘুড়িদহ, কামালেরপাড়া ও ভরতখালি ।	বন্যা	৩,১০,৭৬০ জন
কালবৈশাখি ঝড়	সমস্ত উপজেলা	কালবৈশাখি ঝড়	২,৮০,৮৮০ জন
খরা	সমস্ত উপজেলা	খরা	২,৫৫,৯৫০ জন
ঘুর্নিঝড়	সমস্ত উপজেলা	ঘুর্নিঝড়	২,৯৫,৯৮০ জন
শৈত্য প্রবাহ	সমস্ত উপজেলা	শৈত্য প্রবাহ	২,৪০,৭৬০ জন
জমিতে বালুপড়া	সমস্ত উপজেলা	জমিতে বালুপড়া	২,১৫,৪১০

সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্র

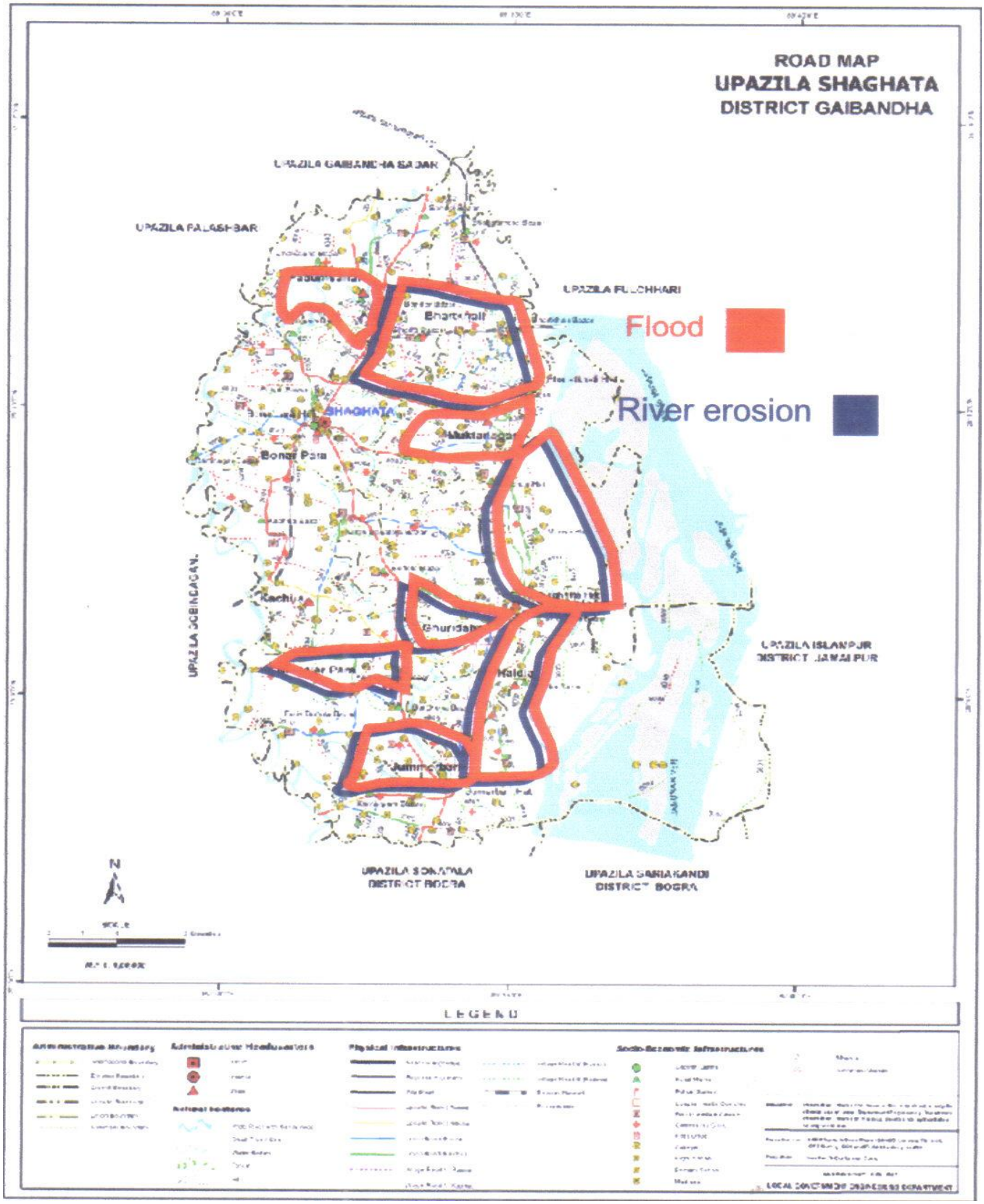

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা ঠিক করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা ।

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	প্রশিক্ষন প্রদান, বীজ প্রদান, সার প্রদান, কৃষি ঋন প্রদান, আগাম জাতের ফসল উৎপাদন ও বন্যা ও নদী ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহন ।	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগনকে প্রশিক্ষন প্রদান, তাদের মাঝে ভাল বীজ প্রদান, সরকারী পর্যায়ে সার, ঋণ ইত্যাদি প্রদান এবং নদী ভাংগনের প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় এলাকায় বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে ঝুকির পরিমান অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ।
মৎস্য সম্পদ	প্রশিক্ষন প্রদান, উন্নত জাতের মাছের পোনা প্রদান, সহজ শর্তে ঋন প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগনকে প্রশিক্ষন প্রদান, তাদের মাঝে উন্নত জাতের মাছের পোনা প্রদান, সরকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদান ইত্যাদি ।
পশুসম্পদ	প্রশিক্ষন প্রদান, সহজ শর্তে ঋন প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে পশুসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন, ঋণ প্রদান ইত্যাদি
স্বাস্থ্য	বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান, বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান সচেতনতাবৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষন প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন, সচতেনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহন, সরকারি পর্যায়ে ঔষধ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব ।
জীবিকা	কাজের বিনিময়ে খাদ্য দেওয়া ও নতুন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে ঋণ প্রদান, বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গড়ে তোলা ।
গাছপালা	বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহন, প্রশিক্ষন প্রদান, বেরী বাঁধ ও নদীরপাড়ে গাছ লাগান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায়

		জনগনকে প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, নদীর পাড়ে গাছ লাগানোর জন্য ইত্যাদিও জন্য উৎসাহিত করে বনায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা
অবকাঠামো	প্রশিক্ষন প্রদান, সরকারী অনুদান প্রদান	স্থানীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় জনগনকে প্রশিক্ষণ ও সরকারী অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় অবকাঠামো মেরামত বা পুনঃনির্মাণ

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

- পরবর্তী মানচিত্রে উপজেলা/ ইউনিয়নের গ্রাম/ বসতবাড়ি, ভৌত অবকাঠামো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ভূমির ব্যবহার, রাস্তাঘাট এবং নদী-খাল-বিল, জেটি, পাকা দালান, হাসপাতাল, বাধ ইত্যাদির অবস্থান প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

একটি সামাজিক মানচিত্র প্রদান করা হলো

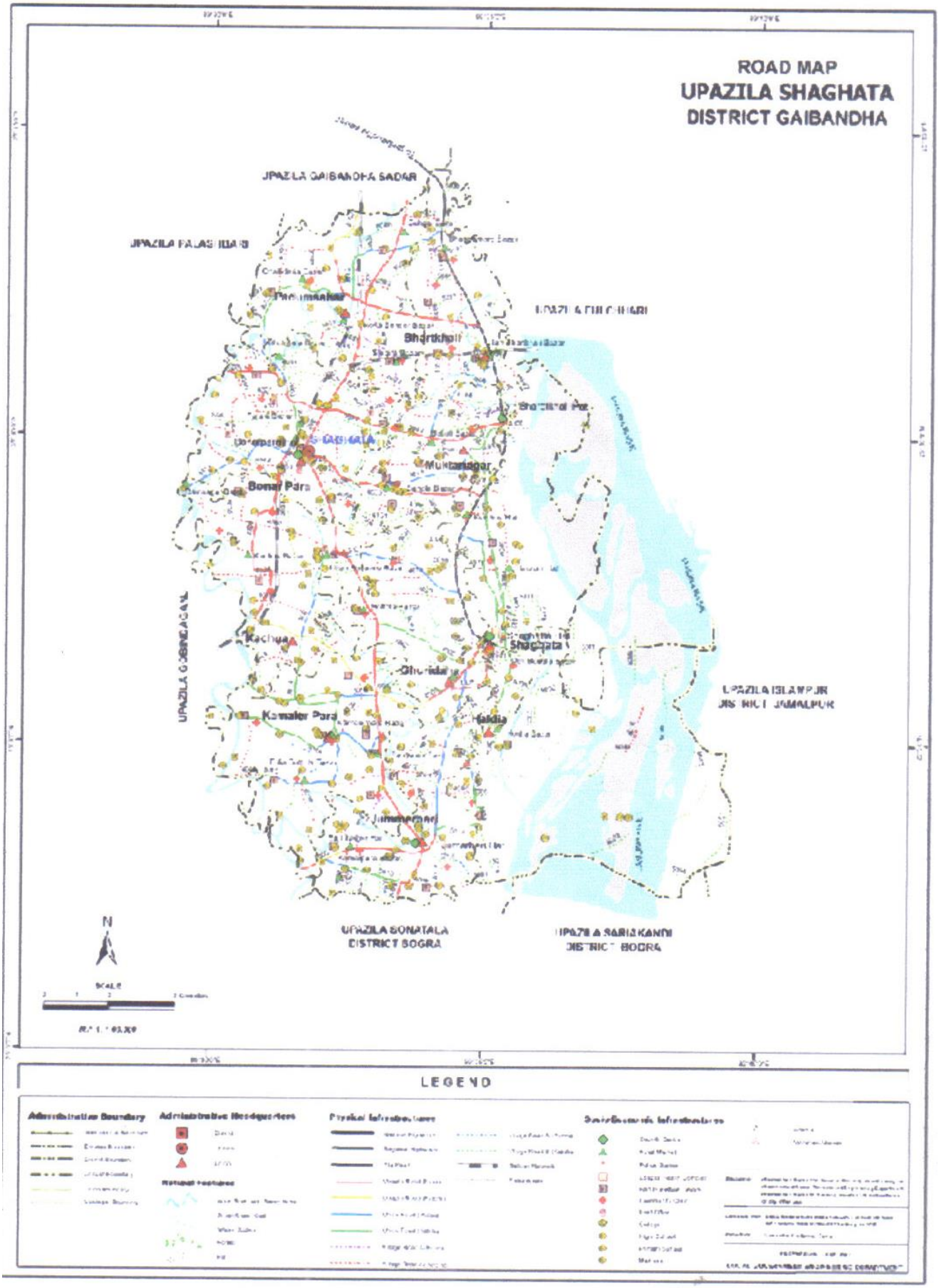

২.৮ আপদ ও ঝুকি মানচিত্রঃ

- এলাকার বিভিন্ন আপদ যেমন নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, ঝড়, কুয়াশা, সাইক্লোন, জমিতে বালু পড়া ইত্যাদি যে সকল এলাকা সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাহা চিহ্নিত করে আপদ ও ঝুকির মানচিত্র অংকন ।

আপদ ও ঝুকি মানচিত্র প্রদান করা হলো

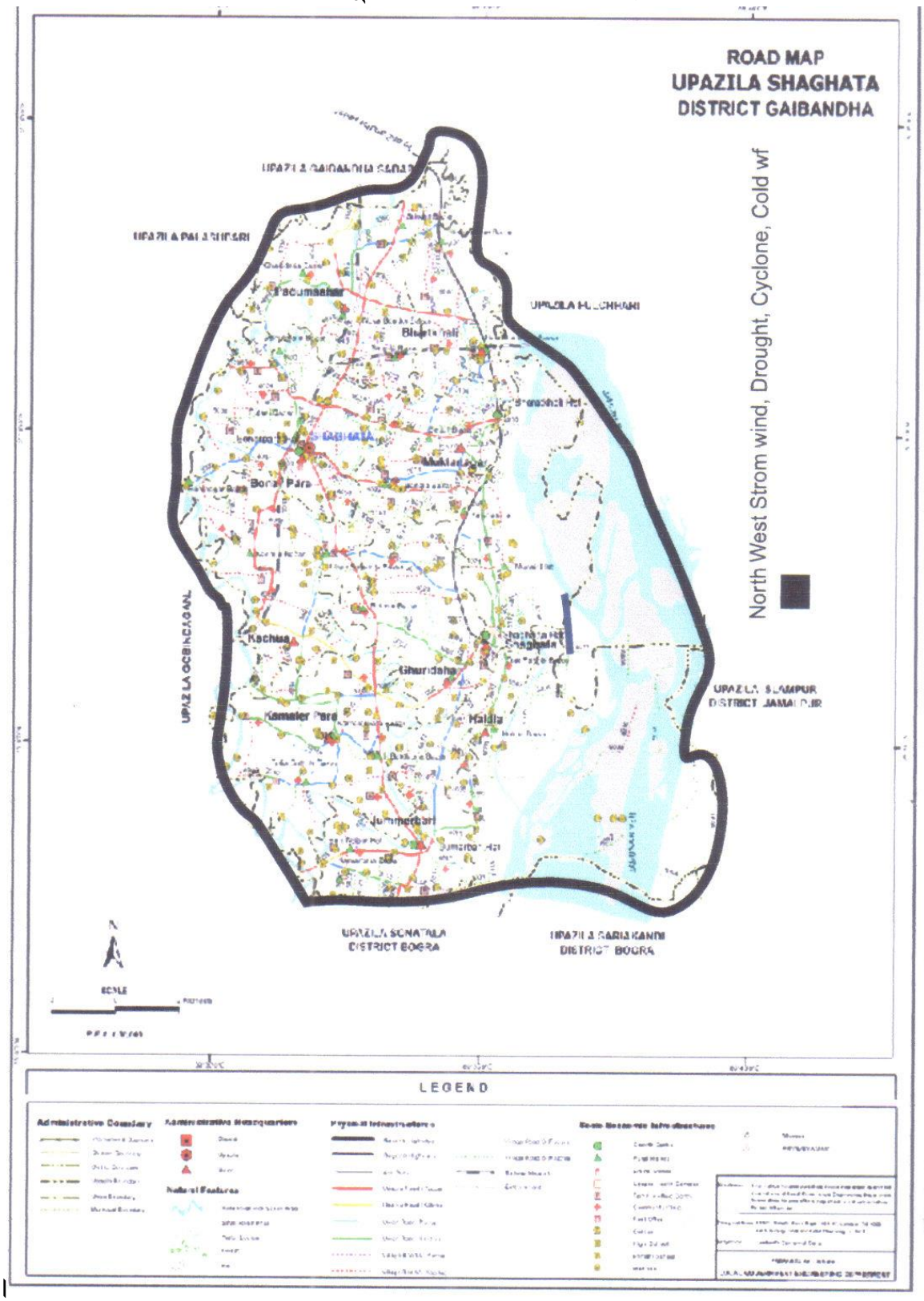

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হলো

১ নদীভাঙ্গনঃ সাঘাটা উপজেলায় নদী ভাঙ্গন খুব বেশী। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন কার্তিক ও অগ্রহায়ন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মানুষ ব্যাপকহারে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। এতে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। সরকারীভাবে নদীতে ব্লকদ্বারা বাধ, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতি পথ পরিবর্তন ও বন্যার সময় পানির গতি কমানোর জন্য টি বাধ নির্মান করা না হলে বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। আবাসস্থল বিলিন হয়ে যাবে। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন হলেও ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ও ২০১২ সালের নদী ভাঙ্গনে ব্যপক ক্ষতি হয়।

২. বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় একটি বন্যা কবলিত এলাকা সাঘাটা উপজেলা। আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঘটে। যার ফলে কৃষি ফসল, অবকাঠামো, গাছপালা, আবাসন, মৎস ও শিক্ষা যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। আবাদি জমিতে বালি পড়ার কারনে ফসল চাষ করা যায় না। প্রতি বৎসর বন্যা হলেও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫,২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

৩. কালবৈশাখী ঝড়ঃ মাঝে মাঝে সাঘাটা উপজেলায় কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখি ঝড় আঘাত আনে। কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এর মধ্যে ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সালের কালবৈশাখি ঝড়ে এলাকার ব্যপক ক্ষতি হয়।

৪. খরাঃ মাঝে মাঝে এই সাঘাটা উপজেলায় খরা প্রকট আকার ধারন করে। খরা সাধারনত ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হয়। খরার ফলে বৃষ্টিপাত হয় না তাপমাত্রা বেড়ে যায় এতে মানুষের কষ্ট বারে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাল বিল শুকিয়ে যায় ও মানুষ মারা যায়। ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ সালের খরায় এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৫. ঘুর্নিঝড়ঃ মাঝে মাঝে সাঘাটা উপজেলায় ঘুর্নিঝড় আঘাত আনে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসেই ঘুর্নিঝড়ও আঘাত আনে। ঘুর্নিঝড়ে এলাকার কৃষি ফসল, ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও গাছপালার ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়।এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংশ হয় ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। ২০০১, ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ৩০১৩ সালের ঘুর্নিঝড়ে উপজেলার ব্যপক ক্ষতি হয়।

৬. শৈত্য প্রবাহঃ মাঝে মাঝে সাঘাটা উপজেলায় শৈত্য প্রবাহ প্রকট আকার ধারন করে। শৈত্য প্রবাহ সাধারনত পৌষ-মাঘ মাসে হয়। শৈত্য প্রবাহ ফলে মানুষের কষ্ট বারে, ফসলের ক্ষতি হয় ও মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের শৈত্য প্রবাহে এই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

৭. জমিতে বালু পড়াঃ সাঘাটা উপজেলায় ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বন্যা হলে নদী ভেঙ্গে ও বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জমিতে বালি পড়ে। জমিতে বালি পড়ার কারনে কোন ফসল চাষ করা যায় না জমিতে বালি পড়ার কারনে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। তারমধ্যে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে জমিতে বালু পড়ার কারনে ক্ষতির পরিমান ছিল সবচেয়ে বেশী। যার ফলে এই উপজেলার প্রায় ২০০-২৫০একর জমিতে চাষ বন্ধ ছিল ।

কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো

- কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

ক্র:নং	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রাহয়ান	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	নদী ভাঙ্গন			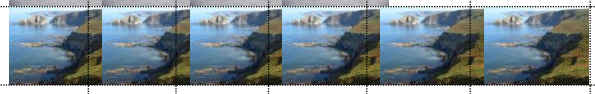									
৩	খরা	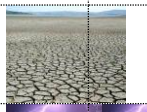											
৪	কালবৈশাখি ঝড়												
৫	শৈত্য প্রবাহ												
৬	ঘুর্নিঝড়												
৭	জমিতে বালুপড়া		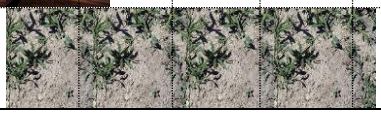										

২.১০ জীবিকার মৌসুমি দিনপঞ্জিঃ

- কোন কোন মাসে জীবিকার বা কর্মসংস্থানের কি অবস্থা হয় তা সংক্ষিপ্ত ভাবে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	কৃষক												
০২	মৎসজীবি												
০৩	দিনমুজর												
০৪	ব্যবসায়ী												
০৫	চাকুরিজীবি												

২.১১ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা (টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো)

- **প্রধান জীবিকা সমূহ**
- **আপদ / দুর্যোগসমূহ জীবিকার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি করে**

ক্র:নং	জীবিকা সমূহ	আপদ / দূর্যোগসমূহ				
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	শৈত্য প্রবাহ	খরা	কালবৈশাখি ঝড়
০১	কৃষি	✓	✓	✓	✓	✓
০২	মৎস	✓	✓	✓	✓	✓
০৩	দিনমজুর	✓	✓	✓	✓	✓
০৪	ব্যবসায়ী	✓	✓	✓		✓
০৫	চাকুরিজীবি	✓	✓			✓

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুকির বর্ননাঃ

- উপজেলার চিহ্নিত আপদ দ্বারা কোন কোন খাত সমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বর্ননা করে দেখানো হলো ।

- **উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করে দেখানো হলোঃ**

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎস সম্পদ	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা										
নদী ভাঙ্গন										
কাল বৈশাখি ঝড়										
খরা										
ঘূর্ণিঝড়										
শৈত্য প্রবাহ										
জমিতে বালুপড়া										

প্রতিটি খাত /প্রতিষ্ঠান / স্থাপনার বিপদাপন্নতা বিস্তারিত **বর্ননা করা হলো**

বিপদাপন্নতা কমার উপায় এবং সেগুলো বাস্তবায়নের বিস্তারিতভাবে **আলোচনা করা হলোঃ**

- বন্যায় ফসলের জমি ও বীজতলা তলিয়ে যায় এতে ফসলের ও বীজতলার ক্ষতি হয়, গাছপালা তলিয়ে যায় ও মারা যায় অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার তলিয়ে যায় এতে ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজারের ঘরসহ অন্যান্য জিনিসের ক্ষতি হয়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাস্তা-ঘাট ডুবে যায় ও ব্রীজ কালভার্ট ভেঙ্গে যায় এতে যোগাযোগে কষ্ট হয় । বন্যার জন্য ব্লক দিয়ে বাধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান করলে ও নদী খনন করলে বন্যা কমবে ।
- নদী ভাঙ্গনে ফসলি জমি ভেঙ্গে যায় এতে ফসলের ক্ষতি হয় জমি বিলীন হয়ে যায় গাছপালা বিলীন হয়ে যায়, অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ কালভার্ট ভেঙ্গে যায় ও বিলীন হয়ে যায় এতে মানুষ আশ্রয়হীন হয় যোগাযোগে কষ্ট হয় জানমালের ক্ষতি হয় । নদী ভাঙ্গনে ব্লক দিয়ে বাধ, নদী শাসন, ক্রস বাধ ও নদীর বাক সোজা করা হলে নদী ভাঙ্গন হবেনা ।
- কালবৈশাখি ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় ধানসহ অন্যান্য ফসল ঝড়ে যায় গাছপালার ক্ষতি হয় আছপালা উপরে যায় ও ভেঙ্গে যায় অবকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার ভেঙ্গে পড়ে যায় ও উড়ে যায়, কালবৈশাখি ঝড়ের জন্য বৃক্ষ রোপন করা, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান করা ও আগাম প্রস্তুতি গ্রহন করা ।
- খরায় ফসলের ক্ষতি হয় প্রচন্ড তাপে ফসল পুড়ে যায় অনেক সময় জমি শুকিয়ে যায় ফসল উৎপাদন করা যায়না গাছপালা শুকিয়ে যায় ও মারা যায়, খাল বিল শুকিয়ে যায় মাছের ক্ষতি হয় ও প্রচন্ড তাপে অনেক সময় মানুষও মারা যায় খরার জন্য গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- শৈত্য প্রবহে ফসলের ক্ষতি হয় শৈত্য প্রবহে অনেক সময় মানুষও মারা যায় । শৈত্য প্রবহের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা ।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যাপোচনা করে বায়ূমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ূর চাপ, বায়ূর তাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আদ্রতা, মেঘের পরিমান ও মেঘের প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে ।পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরন পৌছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষন করে । শোষিত সূর্যকিরন আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয় । এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম । প্রাকৃতিক নিয়মের এই ষোশন বিকিরন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে ।

- জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বর্ননা করা হলো

খাতসমূহ	বর্ণণা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়ে অনেক সময় খরা হয় অনেক সময় শৈত্য প্রবাহ হয় ও অবিবৃষ্টি হয় খরায় ফসল পুড়ে যায় অনেক সময় জমি শুকিয়ে যায় ফসল উৎপাদন করা যায়না ।
মৎস	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে খাল বিল শুকিয়ে যায় মাছের ক্ষতি হয়
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গাছপালা শুকিয়ে যায় ও মারা যায়,
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচন্ড তাপে অনেক সময় মানুষও মারা যায়
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জীবিকার ক্ষেত্রে দারুন প্রভাব ফেলে । মানুষ ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারে না ।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পানির স্তর নীচে নেমে যায় এতে মানুষের পানির কষ্ট হয়
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিভিন্ন দুর্যোগে ঘরবাড়ি, স্কুলকলেজ, মাদ্রাসা, স্থানীয় অফিস, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ক্ষতি সাধিত হয় এবং মানুষ চরম অসুবিধার মধ্যে পরে ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরনঃ

- চিহ্নিত আপদগুলোর দ্বারা উপজেলাটি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক, চুড়ান্ত কারন চহ্নিত করে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

ঝুঁকির বর্ননা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
বন্যা	অতিবৃষ্টি,	নদী ভরাট, উজান থেকে পানি নামা ও পাহাড়ীঢল	প্রাকৃতিক ভাবে পানি বাড়া, নদী ভরাট
নদীভাঙ্গন	নদীরঢেউ	নদীর স্রোত ও নদী ভরাট	বন্যা, খর স্রোত ও নদীর বাক
কালবৈশাখি ঝড়	তাপমাত্রা বৃদ্ধি	প্রাকৃতিক	প্রাকৃতিক
খরা	তাপমাত্রা বৃদ্ধি	পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	প্রাকৃতিক
শৈত্য প্রবাহ	তাপমাত্রা বৃদ্ধি	পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	প্রাকৃতিক

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরনঃ

- চিহ্নিত আপদগুলো নিরসনের তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক, চুড়ান্ত কারন চিহ্নিত করে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

ঝুঁকির বর্ননা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মাধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যা	বালির বস্তা ফেলা	বাশ, কাঠ ও গাছের খুটি দ্বারা বাধ দেওয়া	ব্লক দিয়ে বাধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান করা
নদীভাঙ্গন	বালির বস্তা ফেলা	বাশ, কাঠ ও গাছের খুটি দ্বারা বাধ দেওয়া	ব্লক দিয়ে বাধ, নদী শাসন ও বাক সোজা করা
কালবৈশাখি ঝড়	আগাম প্রস্তুতি	ঘরবাড়ি মেরামত	কালবৈশাখি ঝড় সহায়ক ঘরবাড়ি নির্মান
খরা	আগাম প্রস্তুতি	প্রচুর পরিমান গাছ লাগানো	গভীর নলকূপ ও শ্যালো মেশিন স্থাপন
শৈত্য প্রবাহ	আগাম প্রস্তুতি	আগাম প্রস্তুতি	

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

- কয়টি এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করছে
- দুর্যোগ নিয়ে কি কি কাজ করছে

ক্র:নং	এনজিও–এর নাম	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান /সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
০১	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৬,২৭৮	০১ টা	১/১/০৮ হতে ৩১/১২/১২ ইং
০২	গন উন্নয়ন কেন্দ্র	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৬,৫৬৯	০১ টা	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১৪ ইং
০৩	এস কে এস	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করন	১০,৮৬৭	০১ টা	১/৬/১১ হতে ৩০/৬/১৩ ইং
০৪	ব্রাক	দুর্যোগে ঝুকি হ্রাস	৫,৮৯৭	০১ টা	১/১/১০ হতে ৩০/০৮/১৩ ইং
০৫	সি সি ডি বি	মঙ্গা নিরসনের জন্য	৬,৮৯৭	০১ টা	১/১/১১ হতে ৩১/১২/১৪ ইং

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনাঃ
দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	কমিটির সভা করা	১২ টা	৩৬,০০০	উপজেলায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	সতর্ক বার্তা প্রচার	প্রয়োজন অনুযায়ী	২৫,০০০	দুর্যোগ প্রবন এলাকায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	জনগনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া	প্রয়োজন অনুযায়ী	২৫,০০০	দুর্যোগ প্রবন এলাকায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	শুকনা খাবার প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫০,০০০	দুর্যোগ প্রবন এলাকায়	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৮ জন	৭,৫০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	নৌকা/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	মহড়ার আয়োজন করা	বৎসরে ২ বার	১২,৫০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৮	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫০,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	১০%	২০%	৫০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৯	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫০,০০০	উপজেলা ও ইউণিয়নে	দুর্যোগের পূর্বে	৫০%	–	৫০%	–	সমন্বয় হবে

দুর্যোগ কালীনঃ

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্প সাথে সমন্বয়
						উপজেলা	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	উদ্ধার কাজ	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	ত্রান বিতরন	প্রয়োজন অনুযায়ী	১,২৫,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	গবাদি পশুর চিকিৎসা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	মৃত ব্যবস্থাপনা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১৫,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	নিরাপত্তা প্রদান	১ টি দল	১৫,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৮	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৩টি দল	১৫,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালিন	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে

দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নে সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	অবকাঠামো পূন নির্মান	প্রয়োজন অনুযায়ী	৬,০০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৩০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৩০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	ত্রান বিতরন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৬০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি পৌছে দেওয়া	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে
০৮	মৃত ব্যবস্থাপনা	প্রয়োজন অনুযায়ী	১০,০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগের পরে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	সমন্বয় হবে

স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়েঃ

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
০১	মহড়ার আয়োজন করা	বৎসরে ৩ বার	২৫,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০২	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৯০জন	১০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৩	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	৪ টি	২,০০,০০০ ০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৪	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	০১ টি	৫০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৫	নৌকা/গাড়ি/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৬.০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৬	পানি নিরাপদ করার পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৩০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে
০৭	শুকনা খাবার ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫০,০০০	ইউপি	স্বাভাবিক সময়	৩৫%	১০%	২৫%	২০%	সমন্বয় হবে

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)ঃ

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন কওে থাকে ও সম্পদের বস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১.	এ.এইচ.এম. গোলাম শহীদ রঞ্জু	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১২-০৩৮০৬১
০২	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১৯৪২-২০৭২৭৬
০৩	বাবুল চন্দ্র রায়	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১৮-৮৩৬০২৫
০৪	আবু মোঃ সুফিয়ান	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০১৭১৬-৫৫৯৬৪০
০৫.	পরিতোষ শর্মা	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৭২০-০১০৬৯৯

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপযেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ / জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে ১টি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে।উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহন করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরন করা হলো তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়তের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চলাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট, কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ

ক্র: নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ	মন্তব্য
০১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১৮ জন	দুর্যোগের আগে	ইউনিয়ন ডি.এম.সি	ইউনিয়ন ডি.এম. কমিটি ও এনজিও	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০২	সতর্ক বার্তা প্রচার	৪০,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা, হ্যান্ড মেগা ফোন ও মাইক	ফোন ও সরাসরি	
০৩	নৌকা/ গাড়ী/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	১৫,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা ও ইউনি: ডি.এম. কমিটি	ফোন ও সরাসরি	
০৪	উদ্ধার কাজ	৩০,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	উদ্ধারকারী দল	যোগাযোগের মাধ্যমে ষ্ট্রেচারের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থাপনা	৪০,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	চিকিৎসক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দল	যোগাযোগের মাধ্যমে ফাষ্ট এইড বক্স	ফোন ও সরাসরি	
০৬	শুকনা খাবার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৬০,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	পরিবারের সদস্য ও ইউনি: ডি.এম. কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৭	গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা	১৫,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	পশু চিকিৎসক দল	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৮	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫০,০০০	দুর্যোগের আগে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
০৯	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৪০,০০০	দুর্যোগের সময় ও পরে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
১০	মহড়ার আয়োজন করা	২৫,০০০	স্বাবাভিক সময়	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	

১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১০,০০০	দুর্যোগের সময়	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	
১২	যোগাযো ব্যবস্থা চালু করা	৩৫,০০০	দুর্যোগের পরে	ঐ	উপজেলা ও ইউনিয়ন ডি.এম.কমিটি	যোগাযোগের মাধ্যমে	ফোন ও সরাসরি	

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনাঃ

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখাঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা ।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব সংকেত, বার্তা উদ্ধার, অপসারন ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষন আয়োজন করা ।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচারঃ

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন ।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । মহা বিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদিঃ

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন ।
- ৮নং মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঝুকিপূর্ন এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দে আশ্রয় গ্রহন করার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ী গিয়ে আশ্রয়গ্রহনের জোর তাগিদ দিবেন । প্রয়োজনে অপসারন করতে হবে । কোন ঝুকিপূর্ন এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দে আশ্রয় নিবেন তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানঃ

- অত্যাধিক ঝুকিপূর্ন এলাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন ।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থব্যাক্তি বয়োবৃদ্ধ শিশু, আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরন করতে হবে ।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদি পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন ।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষনঃ

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা ।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা ।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরন ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পাইন সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা ।
- জনসাধারনকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদি পশু, হাস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করন ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখাঃ

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন ।
- নৌকার মালিকগন তাদের এই কাজে সহায়তা করবেন ।
- জরুরী কন্ট্রোল রুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদেও মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে ।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপন ও প্রতিবেদন প্রেরনঃ

- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এস ও এস ফরম" ও অনদিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরন করবেন।

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করাঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রান বিতরনকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রান সামগ্রী বা পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রান কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রান সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রান সামগ্রীর পরিমান/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখাঃ

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনা খাবার যেমন-চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তৈল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা- ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রান সামগ্রী পরিবহন ও ত্রান কর্মীদের যাতায়তের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকাঃ

- উপজেলা প্রানি সম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষন করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানি বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালিন সময়ে প্রানি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃতকরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করাঃ

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারন, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রানকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্নিঝড়/ বন্যাপ্রবন এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুকিপূর্ন এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুকিপূর্ন গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রামপুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যাক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রি কন্ট্রোলরুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহঃ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থানসমূহ সাধারণত আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ইউপি ভবন, উচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ননাঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	ছিপি ঘারামাড়া, উ: দিগলকান্দি	হলদিয়া	১,২০০ জন	
ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই			
স্কুল কলেজ	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথ: বিদ্যা: আর	হলদিয়া	৪০০ জন	
	উ: দিগলকান্দি রেজি: প্রাথ: বিদ্যা:	হলদিয়া	২০০ জন	
	বেঙ্গারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুমারবাড়ি	২০০ জন	
	আমদিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুমারবাড়ি	৪০০ জন	
	জুমারবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুমারবাড়ি	৪০০ জন	
	মেছটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুমারবাড়ি	২০০ জন	
	বাজিতনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুমারবাড়ি	৪০০ জন	
	শিমুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কামালেরপাড়া	২৫০ জন	
	হাসিলকান্দি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাঘাটা	২৫০ জন	
সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	বেড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হলদিয়া	৩৫০ জন	
ইউপি ভবন	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় না ।			
উচু iv¯Ív	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তেমন কোন উচু রাস্তা ও বাধ নাই ।			
বাঁধ	রামনগর তীরমোহনী থকে সঠিতলা	কচুয়া	৮ ফুট	
	কুকরাহাট হতে ভরতখালি	ভরতখালি	১০ ফুট	
	সানকিভাঙ্গা হতে কালপানি ও	ভরতখালি	১০ ফুট	
	ভাঙ্গামোর হতে নীলকুঠি পর্যন্ত	ভরতখালি	১০ ফুট	
	হলুদিয়া বাজার থেকে গোবিন্দপুর	হলদিয়া	১০ ফুট	
	চিনির পটল মরা বাঙ্গালী ঘাট হতে সাঘাটা	ঘুড়িদহ	১০ ফুট	
	সাঘাটা হতে খামার পবনতাইর	ঘুড়িদহ	১০ ফুট	
	থৈকরের পাড়া হতে বস্তের পাড়া বাধ	জুমারবাড়ি	২৫ ফুট	
	ভরতখালি হতে পুটিমারী	মুক্তিনগর	১৮ ফুট	
	মফুর জান হতে আব্দুল্লা স্কুল পর্যন্ত বাধ	পদুমশহর	৮ ফুট	
	পদুমশহর ইউপি সীমানা হতে ভূতমারা বাজার	বোনারপাড়া	১০ ফুট	
	শংকরগঙ্গ ব্রীজ হতে কচুয়া ইউপি	বোনারপাড়া	১০ ফুট	
	গোবিন্দ বাশহাটা থেকে সাঘাটা	সাঘাটা	১০ ফুট	
	গোবিন্দ বাশহাটা থেকে উঃ সাতালিয়া	সাঘাটা	১০ ফুট	

ছিপি গারামারা আশ্রয়কেন্দ্রটি ২০১২ ইং সালে নির্মান করা হয়েছে, ইহা ৩ তলা ভবন বর্তমানে কেউ বসবাস করছে না । ছিপি গারামারা আশ্রয়কেন্দ্রটিতে কোন নলকূপ ও কোন ল্যাট্রিন নাই তবে ইহা বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে তবে আশ্রয়কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকদের কোন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয় নাই ।

উত্তর দিঘলকান্দি আশ্রয়কেন্দ্রটি ২০০৭ ইং সালে নির্মান করা হয়েছে, নির্মানের পর আর মেরামত করা হয় নাই, ইহাও ৩ তলা ভবন বর্তমানে কেউ বসবাস করছে না । উত্তর দিঘলকান্দি আশ্রয়কেন্দ্রটিতে কোন নলকূপ ও কোন ল্যাট্রিন নাই তবে ইহা বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে তবে আশ্রয়কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকদের কোন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয় নাই ।
সম্ভব হলে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের/ নিরাপদ স্থান সমূহের ছবি সংযুক্ত করা যেতে পারে ।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অংশ । সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পরেছে । তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাচানো ।

- দুর্যোগের সময় গবাদি পশুর জীবন বাচানো ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা ।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন ।
- ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও কর্মী, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা ।
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে ।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে ।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেওয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে ।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে ।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/ পলিথিন/ ও.আর.এস/ ফিটকিরী/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি) পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা ।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা ।
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ।
- আলোর ব্যবস্থা করা ।
- আশ্রয়কেন্দ্রেটি স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে ।
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেওয়া ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা ।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।
- গর্ভবতী নারী,বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ।

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় ।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে । বিশেষ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।

- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসারে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল
মাটির কিল্লা/ আশ্রয়কেন্দ্র	ছিপি ঘারামাড়া, উ: দিগলকান্দি	চেয়ারম্যান	রফিকুল ইসলাম	০১৭১১-৭০৯০২০
স্কুল কাম শেল্টার	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথ: বিদ্যা:	প্রধান শিক্ষক	আ: খালেক	০১৭৩৫-৭১৮৮০৮
	উ: দিগলকান্দি রেজি: প্রাথ: বিদ্যা:	প্রধান শিক্ষক	আসাদুল্লা	০১৭৭০-৬৫৬৭২৫
	বেঙ্গারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	শফিকুর রহমান	০১৭১৩-৭৩৩৭৪৯
	আমদিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	নুরুল ইসলাম	০১৭৩৭-৭৫৪২৫৯
	জুমারবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	শরিফুল ইসলাম	০১৭৭০-৩৬৫৫২৬
	মেছটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	মতিয়ার রহমান	০১৭১৯-১২৮৯৬৬
	বাজিতনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	শাহীনুর রহমান	০১৭১৬-৯৬৫৬৯২
	শিমুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	হারুন-অর-রশিদ	০১৭১৩-৩৮২৪৪৫
	হাসিলকান্দি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	জান্নাতুল ফেরদৌস	০১৭৭৭-৯৩৯১০২
সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	বেড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	আ: রাজ্জাক	০১৭১১-০০৯৮৬১
ইউপি ভবন	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় না			
উচু iv¯Ív	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তেমন কোন উচু রাস্তা নাই।			
বাঁধ	রামনগর তীরমোহনী থকে সঠিতলা	ইউপি মেম্বার	বাবু মিয়া	০১৭৪১-১৭০৫৭৪
	কুকরাহাট হতে ভরতখালি	ইউপি সচিব	আনছার আলী	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
	সানকিভাঙ্গা হতে কালপানি ও	ইউপি সচিব	আনছার আলী	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
	ভাঙ্গামোর হতে নীলকুঠি পর্যন্ত	ইউপি মেম্বার	আমিনুল ইসলাম	০১৭৮৩-৮০১৩৫৬
	হলুদিয়া বাজার থেকে গোবিন্দপুর	ইউপি মেম্বার	রফিকুল ইসলাম	০১৭৪৩-৮৮৪৭৩২
	চিনির পটল মরা বাঙ্গালী ঘাট হতে সাঘাটা	ইউপি সচিব	আবু তাহের	০১৭১০-৩৬০৫৮৯
	সাঘাটা হতে খামার পবনতাইর	ইউপি মেম্বার	ইসমাইল	০১৭৪৫-৬৭৮৩৯০
	থৈকরের পাড়া হতে বস্তের পাড়া বাধ	ইউপি মেম্বার	সৈয়দ জামান	০১৭৭৭-৩০৯৪২৬
	ভরতখালি হতে পুটিমারী	ইউপি মেম্বার	শহিদুল ইসলাম (বিপব)	০১৭১৬-৫৩০০৭৮
	মফুর জান হতে আব্দুল্লা স্কুল পর্যন্ত বাধ	ইউপি সচিব	আঃ জব্বার	০১৭২১-৭০৭১৪৫
	পদুমশহর ইউপি সীমানা হতে ভূতমারা বাজার	ইউপি মেম্বার	শফিক আহমেদ (সাজু)	০১৭২৩-৬১৯৯৩৭
	শংকরগঙ্গ ব্রীজ হতে কচুয়া ইউপি	ইউপি সচিব	আঃ লতিফ	০১৭৪০-৬১২৫২৬
	গোবিন্দ বাশহাটা থেকে সাঘাটা	ইউপি মেম্বার	রবিউল ইসলাম	০১৭৫৪-২৯৮৯১৭
	গোবিন্দ বাশহাটা থেকে উঃ সাতালিয়া	ইউপি মেম্বার	নজরুল ইসলাম (বাবু)	০১৭৩৩-১৪৪৫০৮

৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

উপজেলার সম্পদের তালিকাঃ

অবকাঠামো / সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	০২	রফিকুল ইসলাম (চেয়ারম্যান)	দুইটি আশ্রয়কেন্দ্রের দায়িত্বে আছেন চেয়ারম্যান
স্কুল কাম শেল্টার	১০	আ: খালেক (প্রধান শিক্ষক) আসাদুল্লা (প্রধান শিক্ষক) শফিকুর রহমান (প্রধান শিক্ষক) নুরুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক) শরিফুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক) মতিয়ার রহমান (প্রধান শিক্ষক) শাহীনুর রহমান (প্রধান শিক্ষক) হারুন-অর-রশিদ (প্রধান শিক্ষক) জান্নাতুল ফেরদৌস (প্রধান শিক্ষক) আ: রাজ্জাক (প্রধান শিক্ষক)	১০টি স্কুল কাম শেল্টার এর দায়িত্বে আছেন প্রধান শিক্ষকগন
গোডাউন	০৫	স্বপন কুমার দে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোবাইল নং ০১৭১৫-২৭০৬০১ সিরাজুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবাইল নং ০১৭২৫-৬৭৩২০৪	দুইটি গোডাউনের দায়িত্বে আছেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তিনটি গোডাউনের দায়িত্বে আছেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।
নৌকা	০৬	মোঃ সোলেমান মিয়া আলীউল ইসলাম সফিকুল ইসলাম পিপুল মিয়া ফুল মিয়া লালমন	
ট্রলার	০২	শহিদুল ইসলাম আঃ রশিদ	

৪.৬ অর্থায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/ বাজার ইজারা, খাল বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা/ বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানিং বড় হাট/ বাজার, খাল/ বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই তাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন পূর্বে পুরাপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়ঃ

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স।
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)

- পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি: যথা
    ১. হাট বাজার ইজারা বাবদ
    ২. ঘাট ইজারা বাবদ
    ৩. খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    ৪. খোয়ার ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তহবিল

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

ইউনিয়নের নাম	বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স	ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)	পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস	ইজারা বাবদ প্রাপ্তি	সম্পত্তি হতে আয়	ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তহবিল	মোট
পদুমশহর	১,৪৮,২২০/-	৪,২৫০/-	৩,১৭০/-	১,৮৮,২৩৫/-	৪৪০/-	৪,৫০,০০০/-	৭,৯৪,৩১৫/-
ভরতখালী	১,৫৮,২৭০/-	৪,৩৭০/-	৩,৫৭৫/-	২,১৮,২৩০/-	৭১০/-	৩,৯০,০০০/-	৭,৭৫,১৫৫/-
সাঘাটা	১,৩৫,২৩০/-	৪,২৫০/-	৩,৪৭৫/-	১,৭০,২৪০/-	৫২০/-	৪,১০,০০০/-	৭,২৩,৭১৫/-
মুক্তিনগর	১,৪৮,২৪০/-	৪,২৫০/-	৩,৩৭০/-	১,১৫,২৫৫/-	৪৭০/-	৪,২৫,০০০/-	৬,৯৬,৫৮৫/-
কচুয়া	১,২০,২৬০/-	৪,২৬০/-	৩,২৭০/-	১,১২,২৩৫/-	৪৯০/-	৪,১০,০০০/-	৬,৫০,৫১৫/-
ঘুড়ীদহ	১,২৫,২৫০/-	৪,২১০/-	৩,১১০/-	১,৯০,২১৫/-	৪৩০/-	৪,২০,০০০/-	৭,৪৩,২১৫/-
হলদীয়া	১,৩০,২৯০/-	৪,৩৩০/-	৩,১৭০/-	১,৮৮,২২০/-	৪৪০/-	৪,২০,০০০/-	৭,৪৬,৪৫০/-
জুমারবাড়ী	১,৩৫,২২০/-	৪,৪৫০/-	৩,০৫০/-	১,৮০,২৩০/-	৪১০/-	৪,৩০,০০০/-	৭,৫৩,৩৬০/-
কামালের পাড়া	১,৯০,২৮০/-	৪,২৫০/-	৩,২৭০/-	২,৪০,২৩৫/-	৪২০/-	৫,২৫,০০০/-	৯,৬৩,৪৫৫/-
বোনারপাড়া	১,৪০,২২০/-	৪,২৫০/-	৩,৪৪০/-	১,৭০,২৭০/-	৪৯০/-	৪,৭০,০০০/-	৭,৮৮,৬৭০/-
সর্বমোট =	১৪,৩১,৪৮০/-	৪২,৮৭০/-	৩২,৯০০/-	১৭,৭৩,৩৬৫/-	৪,৮২০/-	৪৩,৫০,০০০/-	৭৬,৩৫,৪৩৫/-

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

- উন্নয়ন খাত
    ১. কৃষি
    ২. স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী
    ৩. রাস্তা নির্মান ও মেরামত
    ৪. গৃহ নির্মান ও মেরামত
    ৫. উন্নয়ন সহায়তা তহবিল

- সংস্থাপন
    ১. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা (
    ২. সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

(চেয়ারম্যান প্রতি: সরকারী ১৪৭৫: এবং পরিষদ থেকে ১৫২৫/-, ইউপি মেম্বার প্রতি: সরকারী ৯৫০/-, পরিষদ থেকে ১২০০/-, সচিব স্কেল) ১৭ জন : ২,০৪,১৭৫/-, দফাদার প্রতি: ২১০০/-, গ্রাম পুলিশ প্রতি: ১৯০০/-)

- অন্যান্য

১. ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সে গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরী, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরন ও পরীক্ষা করনঃ

পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

ফলোআপ কমিটিঃ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. এনজিও প্রতিনিধি
৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: রফিকুল ইসলাম মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১১-৭০৯০২০
০২	মো: রফিকুল ইসলাম প্রধান	সচিব	০১৭৪১-৯২৯৫৭৯
০৩	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৩-৮৮৪৭৩২
০৪	মো: রেজাউল করিম	পুরুষ সদস্য	০১৭১০-৭৮৯২৮০

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মোশারফ হোসেন সুইট	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৬১৯৭২৫
০২	মো: রবিউল হাছান	সচিব	০১৭১৮-১৯৮৯১৭
০৩	মো: আইয়ুব হোসেন মন্ডল	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-০২৪০৪০
০৪	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭১৭-৮২৮৯৩৭

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ জুমারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মাহফুজার রহমান	চেয়ারম্যান	০১৭৫৫-৩৫৯২৩৮
০২	মো: মাসুম কামাল	সচিব	০১৭৩৫-৩২২১০৪
০৩	নরেশ রাম	এনজিও	০১৭৩৩-১০৬১৫৭
০৪	মো: সৈয়দ জামান	পুরুষ সদস্য	০১৭৭৭-৩০৯৪২৬
০৫	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৯-১২৬০১৫

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ ঘুরিদহ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান	০১৯১৭-২২০৮৪৯
০২	মো: রওশন আলম	সচিব	০১৭১০-৩৬০৫৮৯
০৩	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৫-৬৭৮৩৯০

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ পদুমশহর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মফিজুল হক	চেয়ারম্যান	০১৭১২-০৭৭৯০০
০২	মো: আ: জোব্বার প্রধান	সচিব	০১৭২১-৭০৭১৪৫
০৩	মো: আমিনুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৮৫-৪৩২০৮৩
০৪	মো: হারুন মিয়া	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৪-২৭৪৮৬৫

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ কামালেরপারা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আ: ওয়াদুদ সরকার	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৪৬৮৯৯
০২	এ.এইচ.এম সফিকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৬৫-৯৬৮৩০৮
০৩	মো: রেখামনি	এনজিও	০১৭৫৪-৮৭৪৩২০
০৪	মো: মনোয়ার হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৮-৮৩৮৩১৪
০৫	মো: আঃ গফুর	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৭-৫৪২৩২৫

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: রফিকুল ইসলাম (বকুল)	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-৮৪২১৬৮
০২	মো:আ: লবিফ মন্ডল	সচিব	০১৭৪৬-৪৯৬৪৪২
০৩	মো: বাবু মিয়া আখন্দ	পুরুষ সদস্য	০১৭৪১-১৭০৫৭৪
০৪	মো: তাজুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৫-১৩০৯৮৮

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ ভরতখালি ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: শামসুল আজাদ শীতল	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৬৬৬০৪০
০২	মো: আনছার আলী	সচিব	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
০৩	মো: সহিদুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৬-৮২৩৫৬৭
০৪	মো: আঃ হালিম	পুরুষ সদস্য	০১৯৩১-০৮২৬৭৩

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মঈন প্রধান লাবু	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-৭৭১৭৫২
০২	মো: আবু তাহের	সচিব	০১৯৪৮-২৬৬১৮৫
০৩	মো: আতাউর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৩-৫৪৩৩৭৬
০৪	মো: খোকা বেপারী	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৫-৬৭২৮৩১

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ বোনারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আহসানুল কবির	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৫০১৩২৮
০২	মো: আ: ছাত্তার প্রধান	সচিব	০১৭২৫-৩২৪৮৫১

০৩	মো: আসাদুর রহমান (সাজু)	পুরুষ সদস্য	০১৭২৩-৬১৯৯৩৭
০৪	মো: সফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৬-৭২৫৮২০

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: রফিকুল ইসলাম মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১১-৭০৯০২০
০২	মো: রফিকুল ইসলাম প্রধান	সচিব	০১৭৪১-৯২৯৫৭৯
০৩	মোসা: নারগিছ আক্তার	মহিলা সদস্যা	০১৭৬১-৫১১২০১
০৪	আ: মাওলা	এস.এ.এ.ও	০১৭২১-২১১১০৪
০৫	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৩-৮৮৪৭৩২
০৬	মো: রেজাউল করিম	পুরুষ সদস্য	০১৭১০-৭৮৯২৮০

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মোশারফ হোসেন সুইট	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৬১৯৭২৫
০২	মো: রবিউল হাছান	সচিব	০১৭১৮-১৯৮৯১৭
০৩	মোসা: লিপি বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৩৩-১৪৪৫৯৩
০৪	বীরেন্দ্র নাথ	এস.এ.এ.ও	০১৭১৯-৮২৮০২৮
০৫	মো: আইয়ুব হোসেন মন্ডল	পুরুষ সদস্য	০১৭১৯-০২৪০৪০
০৬	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭১৭-৮২৮৯৩৭

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ জুমারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মাফুজার রহমান	চেয়ারম্যান	০১৭৫৫-৩৫৯২৩৮
০২	মো: মাসুম কামাল	সচিব	০১৭৩৫-৩২২১০৪
০৩	মোসা: ছামেদা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৬৮-৮২৪৩৭৬
০৪	বাবুল চন্দ্র রায়	এস.এ.এ.ও	০১৭১৮-৮৩৬০২৫
০৫	নরেশ রাম	এনজিও	০১৭৩৩-১০৬১৫৭
০৬	মো: সৈয়দ জামান	পুরুষ সদস্য	০১৭৭৭-৩০৯৪২৬
০৭	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৯-১২৬০১৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ ঘুড়িদহ ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান	০১৯১৭-২২০৮৪৯
০২	মো: রওশন আলম	সচিব	০১৭১০-৩৬০৫৮৯
০৩	মোসা: বিউটি বেগম	ম: সদস্যা	০১৮১৬-৮৪২৬৭৫
০৪	মো: হাবিবুর রহমান	এস.এ.এ.ও	০১৭১৯-৭৬৭২৮৩

০৫	মো: রফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৫-৬৭৮৩৯০
০৬	মো: সাইদুর রহমান	পুরুষ সদস্য	

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ পদুমশহর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মফিজুল হক	চেয়ারম্যান	০১৭১২-০৭৭৯০০
০২	মো: আ: জোব্বার প্রধান	সচিব	০১৭২১-৭০৭১৪৫
০৩	মোসা: সাহিদা বেগম	ম: সদস্যা	০১৭৬৪-২৮৩৭৪০
০৪	মো: রমিজ উদ্দিন	এস.এ.এ.ও	০১৮১৬-৩৭২০৭৩
০৫	মো: আমিনুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৮৫-৪৩২০৮৩
০৬	মো: হারুন মিয়া	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৪-২৭৪৮৬৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ কামালেরপারা ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আ: ওয়াদুদ	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৪৬৮৯৯
০২	এ.এইচ.এম সফিকুল ইসলাম	সচিব	০১৭৬৫-৯৬৮৩০৮
০৩	মোসা: আলেয়া বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭২৭-৯৬৮৬৪১
০৪	মো: রেখামনি	এনজিও	০১৭৯৩-৭৭২০৪৪
০৫	মো: মনোয়ার হোসেন	পুরুষ সদস্য	০১৭১৮-৮৩৮৩১৪
০৬	মো: আঃ গফুর	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৭-৫৪২৩২৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: রফিকুল ইসলাম (বকুল)	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-৮৪২১৬৮
০২	মো:আ: লবিফ মন্ডল	সচিব	০১৭৪৬-৪৯৬৪৪২
০৩	মোসা: সাফিয়া বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭১৬-৫৩৬৮৭২
০৪	মো: বাবু মিয়া আখন্দ	পুরুষ সদস্য	০১৭৪১-১৭০৫৭৪
০৫	মো: তাজুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৫-১৩০৯৮৮

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ ভরতখালি ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: শামসুল আজাদ শীতল	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৬৬৬০৪০
০২	মো: আনছার আলী	সচিব	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
০৩	মোসা: আনোয়ারা বেগম	ম: সদস্যা	০১৮২৪-৫২৩৬৭১
০৪	মো: রেজাউল করিম	এস.এ.এ.ও	০১৭২০-৭৬৩৪২৩
০৫	মো: সহিদুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৬-৮২৩৫৬৭
০৬	মো: আঃ হালিম	পুরুষ সদস্য	০১৯৩১-০৮২৬৭৩

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: মঈন প্রধান লাবু	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-৭৭১৭৫২
০২	মো: আবু তাহের	সচিব	০১৯৪৮-২৬৬১৮৫
০৩	মোসা: ছাবিলা বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৯৩২-৫৬৭৬০২
০৪	মো: আতাউর রহমান	পুরুষ সদস্য	০১৭৬৩-৫৪৩৩৭৬
০৫	মো: খোকা বেপারী	পুরুষ সদস্য	০১৭৪৫-৬৭২৮৩১

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটিঃ বোনারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আহসানুল কবির	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৫০১৩২৮
০২	মো: আ: ছাত্তার প্রধান	সচিব	০১৭২৫-৩২৪৮৫১
০৩	মোসা: তাজমিন বেগম	মহিলা সদস্যা	০১৭৮৪-৩৮২৭৮১
০৪	মো: নজরুল ইসলাম	এস.এ.এ.ও	০১৮১৭-৪২৩১৬৮

০৫	মো: আসাদুর রহমান (সাজু)	পুরুষ সদস্য	০১৭২৩-৬১৯৯৩৭
০৬	মো: সফিকুল ইসলাম	পুরুষ সদস্য	০১৭৩৬-৭২৫৮২০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

১ নং পদুমশহর ইউনিয়ন

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নঃ

- দুর্যোগের প্রভাবে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহের বিস্তারিত বর্ননা ঃ

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মফিজুল হক	চেয়ারম্যান	০১৭১২-০৭৭৯০০
২	আমেনা বেগম	সদস্যা	০১৭৭১-৮৪১৩৩০
৩	আমিনুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৩০-৯০৬৭৫৬

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	সাহিদা বেগম	সদস্য	০১৮৩৭-৬৭৩৪৪৯
২	মোজদার রহমান	সদস্য	০১৯২০-৭২১৪২৭
৩	আঃ জব্বার	সচিব	০১৭২১-৭০৭১৪৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	রুলি বেগম	সদস্য	০১৯২৭-৭৮৯১৮৮
২	আঃ রউফ বজলার	সদস্য	০১৭৮১-১০৭৫৪৮
৩	হারুন মিয়া	সদস্য	০১৭১১-৩৯০৭৩৫

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	রেজাউল করিম	সদস্য	০১৭৪০-৮৩৭২৬৭
২	শাহিনুল ইসলাম	সদস্য	০১৭২০-৬১৬৯০৬
৩	গোলাম আযম	গণ্যমান্য	০১৯২০-৭২১৪২৭

২ নং ভরতখালী ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	শামসুল আজাদ (শীতল)	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৬৬৬০৪০
২	আনছার আলী	সচিব	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
৩	মোমেনা বেগম	সদস্য	০১৭৪৩-৫৭৬৪৭৮
৪	বজলুর রহমান	সদস্য	০১৯২৫-৬৫৬৯৫৯
৫	আঃ জলিল	সদস্য	০১৯২০-১৯৯৪১৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আনোয়ারা বেগম	সদস্য	০১৯১৮-১৫৫৯৫৬
২	শহিদুল ইসলাম (পিব)	সদস্য	০১৭১৬-৫৩০০৭৮
৩	নূর নবী	সদস্য	০১৭১০-৮১৫৯৫৮
৪	রোকনুজ্জামান	শিক্ষক	০১৭১৮-৬৭৪০৫০
৫	ছামছুল হক (চপল)	গণ্যমান্য	০১৭৩১-৫৭৩২০৯

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ লতিফ	সদস্য	০১৭১৫-৯৪৯৩১৪
২	রুবেল হোসেন (রানা)	সদস্য	০১৭৩৩-১৪২৪৮৪
৩	লতিফা বেগম	সদস্য	০১৯২৬-৫৯৫৭৭৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আঃ হালিম	সদস্য	০১৭১৫-২৭০৬২১
২	আমিনুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৮৩-৮০১৩৫৬
৩	ওমর ফারুক (নিপটন)	শিক্ষক	০১৭৪২-১৬৮২২১
৪	বাদশা মিয়া	গণ্যমান্য	০১৯১৬-১২৫৫১৮

৩নং সাঘাটা ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোশারফ হোসেন সুইট	চেয়ারম্যান	০১৭১৬-৬৬৬০৪০
২	রবিউল হাসান	সচিব	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
৩	লিপি বেগম	সদস্য	০১৭৪৩-৫৭৬৪৭৮
৪	আইয়ুব হোসেন	সদস্য	০১৯২৫-৬৫৬৯৫৯
৫	নজরুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২০-১৯৯৪১৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	রাহেনা বেগম	সদস্য	০১৯১৮-১৫৫৯৫৬
২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৬-৫৩০০৭৮
৩	আসাদুজ্জামান	শিক্ষক	০১৭১০-৮১৫৯৫৮
৪	শাহ আলম	গণ্যমান্য	০১৭১৮-৬৭৪০৫০
৫	আব্দুল ওয়াহেদ	গণ্যমান্য	০১৭৩১-৫৭৩২০৯

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আম্বিয়া বেগম	সদস্য	০১৭১৫-৯৪৯৩১৪
২	আইয়ুব হোসেন	সদস্য	০১৭৩৩-১৪২৪৮৪
৩	জাহিদুল ইসলাম	সমাজ সেবক	০১৯২৬-৫৯৫৭৭৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	পামরুল সরকার	সদস্য	০১৭১৫-২৭০৬২১
২	জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য	০১৭৮৩-৮০১৩৫৬
৩	আঃ আজিজ	গণ্যমান্য	০১৭৪২-১৬৮২২১
৪	মাহবুর রহমান	গণ্যমান্য	০১৯১৬-১২৫৫১৮

৪ নং মুক্তিনগর ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মইন প্রধান (লাবু)	চেয়ারম্যান	০১৭১৯-৭৭১৭৫২/ ০১৭১২-২৫৫৯৭৩
২	আবু তাহের	সচিব	০১৭৫০-৪৯০৫৬৬
৩	ছাইদুর রহমান	সদস্য	০১৭২১-৯১৬৪৯১
৪	আহসান আলী	সদস্য	০১৭২১-৯০৪১৫৯
৫	ইসরাইল হোসেন	সমাজ সেবক	০১৭৫৯-৭১৫৭৪২

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	শেফালী বেগম	সদস্য	০১৭২১-৭০৬৩৯৪
২	আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৫-৮৫৮২৯০
৩	মাহবুর রহমান	সদস্য	০১৯২০-২৮০২০৯

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	ছাবিলা বেগম	সদস্য	০১৭১৫-৯৪৯১৪৮
২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৯৪৫-২২১৩১৭
৩	সাইদুল ইসলাম	সদস্য	০১৮২২-০৬৬১৮৫

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মিজানুর রহমান	সদস্য	০১৭৯০-৯০০১৮৫
২	ছুমাইতা তাছমিনা	সদস্য	০১৭৫৩-৯৬৮৯৭৫
৩	খোকা বেপারী	গণ্যমান্য	০১৯১৭-৩৩০৭১৩

৫ নং কচুয়া ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	রফিকুল ইসলাম (বকুল)	চেয়ারম্যান	০১৭১৮-৮৪২১৬৮
২	আঃ লতিফ	সচিব	০১৭৪০-৬১২৫২৬
৩	মোঃ আফছার	সদস্য	০১৯২৫-৩৪১৬৭৮
৪	তাজুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৩৫-১৩০৯৮৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	নেহেলা	সদস্য	০১৯১১-৮১৮২১৭
২	সাহেব মিয়া	সদস্য	০১৭৫১-৬৭৮৮১৮
৩	সেরেকুল ইসলাম	গণ্যমান্য	০১৯২০-১৮৯৭২৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	বাবু মিয়া	সদস্য	০১৭৪১-১৭০৫৭৪
২	আবু তাহের	সদস্য	০১৯২৬-৪৮৯১১০
৩	জাহিদুল ইসলাম	গণ্যমান্য	০১৭২৫-৩৪১৬৭৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আরমান	সদস্য	০১৯২০-৪৪০৭১৯
২	নাসিরউদ্দিন	সদস্য	০১৯২১-০৬৪৩৮০
৩	আঃ খালেক	গণ্যমান্য	০১৭৮৪-৮৪০৭২৪
৪	নজরুল ইসলাম	গণ্যমান্য	০১৭১৮-০২৪৩৮৮

৬ নং ঘুড়িদহ ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান	০১৯১৭-২২০৮৪৯
২	আজাহার আলী	সদস্য	০১৯৪৯-৬৯১০২২
৩	ছামাদ	সদস্য	০১৭২৪-৮৪৪৭৯২
৪	বিউটি বেগম	সদস্য	০১৭৪৪-৩২৩৭৮৮
৫	রওশন আলম	সচিব	০১৭১০-৩৬০৫৮৯

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	লতা বেগম	সদস্য	০১৭১২-৪৯৯৪৮৫
২	জামিল আহম্মেদ	সদস্য	০১৭১২-২৩৮৭৪১
৩	সাইদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৮-৪০৯৮৯১

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আফজাল হোসেন	সদস্য	০১৭১৯-১২৯২৭১
২	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৪-৬৫১৩৮১
৩	আঃ জলিল	গণ্যমান্য	০১৭৪৪-৩২৩৭৮৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	ওসিরন বেগম	সদস্য	০১৮২৭-৯৭২৭৫৫
২	মালেকা	সদস্য	০১৭৪৫-৪৩৪৫৬৯
৩	সুবান্ন	সদস্য	০১৭৭৯-০৮৪০৭৩

৭ নং হলুদিয়া ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	রফিকুল ইসলাম মন্ডল	চেয়ারম্যান	০১৭১১-৭০৯০২০
২	রফিকুল ইসলাম	সচিব	০১৭১৪-৯২৯৫৭৯
৩	রেজাউল করিম	সদস্য	০১৭১০-৭৮৯২৮০
৪	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৪৩-৮৮৪৭৩২
৫	আকলিমা বেগম	সদস্য	০১৭২১-৫৪৩৫৯৬

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	লাইলী বেগম	সদস্য	০১৭৬৪-৫৭৬৭৯১
২	সাইদুর রহমান	সদস্য	০১৭২৬-৮৫০২৮৮
৩	মফিজুল হক	সদস্য	০১৭৩৬-০৪৭৫৬৬
৪	শহিদুল ইসলাম	শিক্ষক	০১৭৫৭-৯৮৬০২১
৫	আইয়ুব হোসেন	গণ্যমান্য	০১৭৫০-৭৮৫৮৬২

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	নারগিস বেগম	সদস্য	০১৭৬১-৫১১২০১
২	মোঃ মোখলেছ	সদস্য	০১৭১৬-৮৮৬২০৩
৩	আঃ মজিদ	সদস্য	০১৭২৯-৬১৮৮৮৬
৪	সোহরাব	গণ্যমান্য	০১৭৩৫-৪০৩১৯৬
৫	ফারুক হোসেন	গণ্যমান্য	০১৭২৯-৭০০৮৯০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আঃ রশিদ	সদস্য	০১৭৫৩-৯২৮৭৮৪
২	আঃ জব্বার	সদস্য	০১৭৩০-১৮৬৪৪১
৩	আতাউর রহমান	গণ্যমান্য	০১৭৪৩-১৮২৫৭০
৪	শাহজাহান	গণ্যমান্য	০১৭২৫-৮৩১৭৫২

৮ নং জুমারবাড়ী ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মাহফুজার রহমান	চেয়ারম্যান	০১৭৫৫-৩৫৯২৩৮
২	মাসুম কামাল	সচিব	০১৭৩৫-৩২২১০৪
৩	ছোমেদা বেগম	সদস্য	০১৭৬৮-৮২৪৩৭৬
৪	সৈয়দ জামান	সদস্য	০১৭৭৭-৩০৯৪২৬
৫	তবিবর রহমান	সদস্য	০১৭৩৫-৬০৯৮৬৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোস্তাফিজার রহমান	সদস্য	০১৭৪৯-১২৬০১৫
২	রহিমা বেগম	সদস্য	০১৭৮২-৯০৬২৪৩
৩	জাকির হোসেন	শিক্ষক	০১৮১১-৯৭৭২২৮

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আঃ গণী	সদস্য	০১৮১৮-১৬৫৬৭৭
২	আফিয়া খাতুন	সদস্য	০১৭৫৩-৯২৫৬১৯
৩	মোজাম্মেল	ঈমাম	০১৭৮২-৯০৬২৪৩

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আজাহার আলী	সদস্য	০১৭৬২-১৮৫৩৩৮
২	জাহাঙ্গীর আলম	সদস্য	০১৭৪৯-১২৬০১৫
৩	মমিনুর ইসলাম	গণ্যমান্য	০১৯২৫-৬৪৯৫১০

৯ নং কামালেরপাড়া ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আব্দুল ওয়াদুদ	চেয়ারম্যান	০১৭১২-২৪৬৮৯৯
২	দেওয়ান এমদাদ	সচিব	০১৭৪০-৯৮১৪১৪
৩	শেফালী বেগম	সদস্য	০১৭১৮-৮৩৮৩১৪
৪	আসাদুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৬৫-১৭৭১৫১
৫	খলিলুর রহমান	সদস্য	০১৭৩৩-১৪৩৬৮৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলেয়া বেগম	সদস্য	০১৭২৭-৯৬৮৬৪১
২	সিরাজুল ইসলাম	সদস্য	০১৭২২-৫৩৫৫২৪
৩	আঃ রশিদ	সমাজসেবক	০১৭৩৫-৩৮৪৭৫১

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	রেখা মনি	সদস্য	০১৭৯৩-৭৭২০৪৪
২	ফেরদৌস আলম	সদস্য	০১৭৫০-৪৮২৮০৩
৩	নজরুল ইসলাম	সদস্য	০১৭২৮-৮৬৩৪৯৫

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	শেখ সাদী	সদস্য	০১৭৫১-৮৫২০৮৭
২	আব্দুল গফুর	সদস্য	০১৭৬৭-৫৪২৩২৫
৩	মনোয়ার সরকার	গণ্যমান্য	০১৭১৮-৮৩৮৩১৪
৪	সামছুল হক কাজী	গণ্যমান্য	০১৭২৪-৫৬৬১৪৯

১০ নং বোনারপাড়া ইউনিয়ন

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা:

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ফসল নষ্ট হয়, জমি ভাঙ্গে, জমিতে বালু পড়ে তাতে জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় বীজ তলা নষ্ট হয় ইত্যাদি
মৎস	পুকুর তলিয়ে গিয়ে মাছ ভেসে যায়, পুকুর ভেঙ্গে যায়
গাছপালা	গাছপালা ভাঙ্গে, গাছপালা মারা যায়,
স্বাস্থ্য	মানুষ মারা যায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এতে করে কর্মক্ষমতা কমে যায়
জীবিকা	দুর্যোগের সময় মানুষ বিভিন্ন অসুবিদায় পড়ে তখন কাজ কম থাকে বিদায় জীবিকার সমস্যা হয়
পানি	দুর্যোগের সময় মানুষ সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে নিরাপদ পানির
অবকাঠামো	ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে যায়

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আহসান কবির	চেয়ারম্যান	০১৭১২-৫০১৩২৮
২	আঃ ছাত্তর প্রধান	সচিব	০১৭২৫-৩২৪৮৫১
৩	তাজনিন বেগম	সদস্য	০১৯১৬-৩১৭২৩৯
৪	লাভলী বেগম	সদস্য	০১৭১৫-৬৭০৯৯৫
৫	মফিজার রহমান	সদস্য	০১৯৬৫-১৩৯৮০৯

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আনোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৯৩৪-১৩৫৯০৯
২	বাদশা মিয়া	সদস্য	০১৭৪৩-৬০৭৭৫৪
৩	রুনা লায়লা	সদস্য	০১৭৩১-৯৮১৫৫০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	ইছাহাক আলী	সদস্য	০১৭৩৭-৬৫৭৪৪৮
২	আসাদুর রহমান	সদস্য	০১৭৪৪-৭৮১৯২১
৩	হাসেন আলী	সদস্য	০১৭৪০-০৯৫৭০০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোহাম্মদ আলী	সদস্য	০১৭২৪-৪২৬২০৪
২	শহিদুল ইসলাম	শিক্ষক	০১৭২১-৪২২৬৮২

সংযুক্তি:

সাঘাটা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

ক্র: নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
০১	এ.এইচ.এম. গোলাম শহীদ রঞ্জু	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১২-০৩৮০৬১
০২	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সহ-সভাপতি	০১৯৪২-২০৭২৭৬
০৩	বাবুল চন্দ্র রায়	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭১৮-৮৩৬০২৫
০৪	সোহেল মোঃ শামসুদ্দীন ফিরোজ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬-৪৩১৮৬৫
০৫	মোঃ আবুল কালাম	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৪-৭৫১২৬১
০৬	ডাঃ মোঃ আব্দুস সবুর	উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	৫৬১১৩
০৭	মোঃ নুরুল আমিন মন্ডল	উপজেলা প্রাথঃ শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮২৮-১০৪২৪৬
০৮	” শাহ আলম পারভেজ	উপজেলা মাধ্যঃ শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-৫২১০১২
০৯	পবন কুমার সরকার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৫-০১৮০৫৫
১০	পরিতোষ শর্মা	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২০-০১০৬৯৯
১১	বিমল কুমার মদক	উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা	সদস্য	৫৬১১৭
১২	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল (ভারপ্রাপ্ত)	উপজেলা সহকারী কমিসনার (ভূমি)	সদস্য	০১৯৪২-২০৭২৭৬
১৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম	অফিসার ইন চার্জ (ও.সি)	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৮৯৭
১৪	ছাবিউল ইসলাম	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১২-২৬৫৯৫২
১৫	শাহজাহান আলী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১২-৫০৩১০২
১৬	আবু মোঃ সুফিয়ান	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬-৫৫৯৬৪০
১৭	মোঃ আতাউর রহমান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৩-১৪৯০৮৮
১৮	জাবেদ আলী মন্ডল	উপজেলা আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৯-৬৬০৮০০
১৯	মো: লাল মিয়া	মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭২৬-৪২৩৮৭১
২০	মোঃ আব্দুল হাদ	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১১-২৪৪০৭৯
২১	মোছাঃ ফজিল্লাতুন নেছা	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৭-৯২৯২৯৮
২২	মোঃ আশারফ হোসেন সুইট	চেয়ারম্যান সাঘাটা	সদস্য	০১৭১৬-৬১৯৭২৫
২৩	” আহসানুল কবির	চেয়ারম্যান বোনারপাড়া	সদস্য	০১৭১২-৫০১৩২৮
২৪	” মইন প্রধান লাবু	চেয়ারম্যান মুক্তিনগর	সদস্য	০১৭১৯-৭৭১৭৫২
২৫	” আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান ঘুড়িদহ	সদস্য	০১৯১৭-২২০৮৪৯
২৬	” মাহফুজার রহমান	চেয়ারম্যান জুমারবাড়ি	সদস্য	০১৭৫৫-৩৫৯২৩৮
২৭	” রফিকুল ইসলাম মন্ডল	চেয়ারম্যান হলদিয়া	সদস্য	০১৭১১-৭০৯০২০
২৮	” শামসুল আজাদ শীতল	চেয়ারম্যান ভরতখালি	সদস্য	০১৭১৬-৬৬৬০৪০
২৯	” আব্দুল ওয়াদুদ	চেয়ারম্যান কামালের পাড়া	সদস্য	০১৭১২-২৪৬৮৯৯
৩০	” রফিকুল ইসলাম বকুল	চেয়ারম্যান কচুয়া	সদস্য	০১৭১৮-৮৪২১৬৮
৩১	” মফিজুল হক	চেয়ারম্যান পদুমশহর	সদস্য	০১৭১২-০৭৭৯০০
৩২	” এমদাদুল হক	প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক	সদস্য	০১৭১০-৭৯৪৪৮৪
৩৩	মো: জসীম উদ্দিন মোল্লা	প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক	সদস্য	০১৭১১-৯৪৭৮০৫
৩৪	” কাউছার হোসেন	ইমাম	সদস্য	০১৭৭৯-৮৪২৫৬৫
৩৫	” ইব্রাহিম মিয়া	গন্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য	০১৭২০-৫১১৪৭৯
৩৬	মোঃ ইকবাল হোসেন	এন.জি.ও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৭-৫২৪০৬৪

সাঘাটা উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র:নং	নাম	পিতার / স্বামীর নাম		প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত রইচ উদ্দিন বেপারী		পায় নাই	০১৭২৮-৮৬৩৪৯৫
০২	” আঃ খালেক	মোঃ সাফায়েত উল্লা		পায় নাই	০১৭১৩-৮২৭৮০১
০৩	” মনোয়ার হোসেন	আঃ গোফফার সরকার		পায় নাই	০১৭১৮-৮৩৮৩১৪
০৪	” শেখ সাদি	মৃত আঃ জলিল মিয়া		পায় নাই	০১৭৫১-৮৫২০৬৭
০৫	” সিরাজুল ইসলাম	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন		পায় নাই	০১৭২২-৫৩৫৫২৪
০৬	” আসাদুল ইসলাম	” সামছুল হক		পায় নাই	০১৭৬৫-১৭৭১৫১
০৭	” আঃ গফুর	মৃত আজগর আলী বেপারী		পায় নাই	০১৭৬৭-৫৪২৩২৫
০৮	মোছাঃ শেফালী বেগম	মোঃ মনোয়ার সরকার		পায় নাই	০১৭১৮-৮৩৮৩১৪
০৯	” কামরুন্নাহার	” মোশারফ হোসেন		পায় নাই	০১৭৬২-৩০২৯৩০
১০	মোঃ লিটন মিয়া	মৃত গফুর সরকার		পায় নাই	০১৭১০-৮১৫২০৮
১১	” মোশারফ হোসেন রঞ্জু	আমজাদ হোসেন		পায় নাই	০১৭১২-৫০২১৫৯
১২	শ্রী রতন চন্দ্র	শ্রী দুলাল চন্দ্র		পায় নাই	০১৭৪৭-২০৬১৯৭
১৩	শ্রী রবীন চন্দ্র	শ্রী দুলাল চন্দ্র		পায় নাই	০১৯৬৪-৬৪০৬৮১
১৪	মোছাঃ রেখা মনি	মোঃ চান মিয়া		পায় নাই	০১৭৯৩-৭৭২০৪৪
১৫	” শিরি বেগম	” বজলু মিয়া		পায় নাই	০১৭৭৯-৬৭৫৩৬০
১৬	মোঃ আইয়ুব হোসেন	” আঃ মালেক		পায় নাই	০১৭১৯-০২৪০৪০
১৭	” ইসমাইল	সিরাজুল ইসলাম		পায় নাই	০১৭১৩-৭৬৩৪১২
১৮	” রফিকুল ইসলাম	আঃ রশিদ		পায় নাই	০১৭১৭-৮২৮৯৩৭
১৯	” নজরুল ইসলাম	জোহর আলী		পায় নাই	০১৭৩৩-১৪৪৫০৮
২০	” আলী হোসেন	পামরুল		পায় নাই	০১৯৮৩-৮৯৫৮৪৪
২১	” জাহিদুল ইসলাম	মৃত সামছুল হক		পায় নাই	০১৭১৭-০৫১৯৯৫
২২	” শহিদুল ইসলাম	মোঃ সামছু মিয়া		পায় নাই	০১৭২০-৫১১৪৭৯
২৩	” ফারুক হোসেন	আহাম্মদ আলী		পায় নাই	০১৭১০-৭৯৪৪৮৪
২৪	” রাজ মিয়া	মৃত ময়েজ		পায় নাই	০১৮১৯-৫০০১৪০
২৫	বাবুল চন্দ্র রায়	গৌতম চন্দ্র রায়		পায় নাই	০১৭১৮-৮৩৬০২৫
২৬	নরেস রাম	চিত্ত রঞ্জন		পায় নাই	০১৭৩৩-১০৬১৫৭
২৭	” নাজমুল হুদা	আবুল কালাম আজাদ		পায় নাই	০১৯১৮৪১২৫৫৭
২৮	” সাজু মিয়া	আজগর আলী		পায় নাই	০১৭২৩-৬১৯৯৩৭
২৯	” তাজুল ইসলাম	আলা বক্স		পায় নাই	০১৭৩৫-১৩০৯৮৮
৩০	” বাবু মিয়া আখন্দ	মৃত মহির উদ্দিন		পায় নাই	০১৭৪১-১৭০৫৭৪
৩১	” সৈয়দ জামান	মৃত কেরামল আলী		পায় নাই	০১৭৭৭-৩০৯৪২৬
৩২	” মোস্তাফিজুর রহমান	আঃ মালেক		পায় নাই	০১৭৪৯-১২৬০১৫
৩৩	” আঃ রশিদ	মোঃ নাদু বেপারী		পায় নাই	০১৭৩৫-৩৮৪৭৫১
৩৪	” সোহেল আলম রাকু	মৃত আঃ কুদ্দুস সরকার		পায় নাই	০১৭১৩-৬৬১৩২৭
৩৫	” আব্দুল মান্নান	মোঃ নয়ন মিয়া		পায় নাই	০১৭২৭-৯৬৮৬৪১
৩৬	মোছাঃ তারিন আক্তার	” সাদ্দাম হোসেন		পায় নাই	০১৭৫৪-৩২৫৪৫৪
৩৭	” শিল্পি আক্তার	” ইলিয়াছ আলী		পায় নাই	০১৯৮১-৩৩২৬১২
৩৮	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃত আঃ গফুর		পায় নাই	০১৭২৪-৫৬৬১৪৯
৩৯	” মোশারফ হোসেন	মৃত আঃ জোব্বার		পায় নাই	০১৮২৩-৩৭৬১৮৩
৪০	” খলিলুর রহমান	মৃত আফছার আলী		পায় নাই	০১৭৩৩-১৪৩৬৮৭

স্কুল, কলেজ/পাঠাগারের তালিকাঃ

ইউনিয়ন ঃ **১** নং পদুমশহর

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্রহিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	আমতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	২	চকদাতেয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৭	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৩	পদুমশহর মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৪	পদুমশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৮	৭	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৫	ভরট্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২২	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৬	মজিদের ভিটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৭	সন্যাসদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৯	৭	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৮	সাতটেকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৮	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	৯	মহিষলাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৬	৬	ব্যবহৃত হয়না

রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	চকদাতেয়া উ: পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	২৪৭	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	২	চকদাতেয়া জমাদারেরভিটা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	৩২২	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৩	চকদাতেয়া দ: পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৪	টেপা পদুমশহর প: পাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা	২৯৫	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৫	ডিমলা পদুমশহর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৬	পদুমশহর আনছার ফিল্ড রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা	১৭৫	৪	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৭	পদুমশহর মন্ডলপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৬	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৮	পদুমশহর শীলপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	চক দাতেয়া দ:পাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	ভরট্র পদুমশহর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না

বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	চকদাতেয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৪৯২	১৪	৪	ব্যবহৃত হয়না
	২	নয়াবন্দর উচ্চ বিদ্যালয়	৫৮২	১৩	২	ব্যবহৃত হয়না
	৩	পদুমশহর উচ্চ বিদ্যালয়	৬৪৭	১৭	৫	ব্যবহৃত হয়না

মাদ্রাসা	১	মামুনের রহমান দাখিল মাদ্রাসা	৯০৪	৬	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	ফকিরপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১১০	৫	২	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ২ নং ভরতখালী

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কুকরাহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৫	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	উত্তর উল্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ভাঙ্গামোড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩১	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৪	চিতলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৩	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৫	উত্তর ঘটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৫	৪	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৬	মান্দুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কুকরাহাট রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮	৬	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	সানকিভাঙ্গা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৩	সাকোয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৯	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৪	নিলকুঠি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৫	২নং রাঘবপুর কানিপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	৪	৮	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	মান্দুরা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	২	দ: উল্লা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৮	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	৩	উল্লা দ: পাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৪	মান্দুরা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	ভরতখালি উচ্চ বিদ্যালয়	৬০১	১৮	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	উত্তর উল্লা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৬৬২	১৮	১	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ভাঙ্গামোর উচ্চ বিদ্যালয়	২৩১	১০	৪	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৩ নং সাঘাটা

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	গোবিন্দি বাশহাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	৩১৫	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	হাটবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৭	৭	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৩	সাঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৪	দক্ষিন যুগিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৭	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৫	কেরামতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৬	বাশহাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৮	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	৭	দক্ষিন সাতালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৫	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৮	মুন্সিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৯	নশিরারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কচুয়া পূর্ব বাশহাটা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৯	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	২	হাসিলকান্দি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৮	৫	৮	**ব্যবহৃত হয়**
	৩	আমদিরপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	গোবিন্দি বাশহাটা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৩৬	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	উত্তর সাতালিয়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	৩১০	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	সাঘাটা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	১,৩৩১	২১	৯	ব্যবহৃত হয়না
	২	দক্ষিন সাতালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯৯	১১	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৩	মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৯	৮	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৪	সাঘাটা শিশু নিকেতন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যা:	১৮০	৭	৯	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	১	সাঘাটা সেলিনা সাইদ দাখিল মাদ্রাসা	৪০৭	১২	৯	ব্যবহৃত হয়না
কলেজ	১	সাঘাটা স্কুল এন্ড কলেজ	৮৬০	১৮	৯	ব্যবহৃত হয়না
	২	সাঘাটা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ	৮৫৭	১৮	৯	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৪ নং মুক্তিনগর

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কচুয়াহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৭	৬	৮	ব্যবহৃত হয়না
	২	ভরতখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৫	৭	২	ব্যবহৃত হয়না
	৩	চকচকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	৪	ধনারুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২১	৭	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৫	বেলতৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯৮	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৬	শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৮	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	দ: শ্যামপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪০	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	বাংলা বাজার রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১০	৬	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৩	পিছনখামার রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	৪	পুটিমারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৯	৬	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৫	ধানঘরা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৭	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৬	কুখাতাইর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কালপানি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	২	সাতটেকর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	মুক্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭৯	১১	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	কচুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৫	১০	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৩	উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭৪	১২	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৪	ভরতখালি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৮১	১০	২	ব্যবহৃত হয়না
	৫	কচুয়াহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪২০	১৪	৯	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	১	কচুয়াহাট দাখিল মাদ্রাসা	২৮১	১০	৯	ব্যবহৃত হয়না
	২	শ্যামপুর দাখিল মাদ্রাসা	২৬৯	৮	৬	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৫ নং কচুয়া

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৭	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	কচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৮	৬	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ওসমানের পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	৪	উল্লা সোনাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৬	৬	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৫	বড়াইকান্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২৯	৭	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৬	চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	৭	পাঠানপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	গাছাবাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৭	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	২	কচুয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭	৪	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	জৈলতলা বড়াইকান্দি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৪	কচুয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১১	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	রামনগর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৪	৫	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	ওসমানের পাড়া উচচ বিদ্যালয়	২৮১	১৪	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	কচুয়া উচচ বিদ্যালয়	২৬৬	১৪	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	উল্লা সোনাতলা বালক উচচ বিদ্যালয়	৩৪৩	১৬	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৪	উল্লা সোনাতলা বালিক উচচ বিদ্যালয়	৩১৬	১৪	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৫	ওসমানের পাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯১	৮	১	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	১	কচুয়া ফাজিল দাখিল মাদ্রাসা	২২৪	১০	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	সঠিতলা দাখিল মাদ্রাসা	৩৬০	১১	১	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ওসমানের পাড়া দাখিল মাদ্রাসা	২২৪	১০	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৪	গাছাবাড়ি দাখিল মাদ্রাসা	১৯২	৮	৪	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৬ নং ঘুড়িদহ

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কমলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২২	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	মথরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৫	৭	২	ব্যবহৃত হয়না
	৩	যাদুরতাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৫	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৪	পবনতাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮	৬	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৫	পশ্চিম পবনতাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৩৫	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৬	উত্তর ঝারাবর্ষা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৭	৬	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৭	চিনির পটল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৪	৬	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৮	দক্ষিন ঝারাবর্ষা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	যাদুরতাইর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	পূর্ব অনন্তপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ঘুড়িদহ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৪	ঘুরিদহ কাজী জাফর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	১৮৯	৪	৪	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	ঘুড়িদহ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	২	ঝারাবর্ষা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৩	তেনাছিরা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৩	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	বটতলা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯৭	১৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	যাদুরতাইর উচ্চ বিদ্যালয়	২৯৯	১২	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ঝারাবর্ষা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫৫	১৪	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৪	ঘুড়িদহ উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮৫	১৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৫	মাদারদহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৫	১৩	২	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	১	মথরপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	২১৫	১০	২	ব্যবহৃত হয়না
	২	ঝারাবর্ষা মহিলা মাদ্রাসা	২০৫	৮	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৩	ঘুড়িদহ দাখিল মাদ্রাসা	২৩৫	১০	৪	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৭ নং হলদিয়া

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	গুয়াবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
	২	নলছিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১০	৭	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৩	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯৫	৭	৪	**ব্যবহৃত হয়**
	৪	চর হলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৫	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	৫	হলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	৬	কানাইপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৯	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	৭	দক্ষিন দিগলকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা:	২৯৪	৬	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৮	ঘারামাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৩	৪	৯	ব্যবহৃত হয়না

রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কুমারপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২২	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	বেড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	দক্ষিন বেড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৪	গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যা:	২৫৫	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৫	নলছিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৬	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৬	উত্তর দিগলকান্দি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৫	৬	৭	**ব্যবহৃত হয়**

বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৪২৫	৮	৪	ব্যবহৃত হয়না
	২	বেড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৫	১৮	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৩	নলছিয়া নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১৮	১৩	৬	ব্যবহৃত হয়না

মাদ্রাসা	১	কানাইপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৯৮	১২	২	ব্যবহৃত হয়না
	২	গোবিন্দপুর দাখিল মাদ্রাসা	২১৮	১১	৪	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৮ নং জুমারবাড়ি

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	বেঙ্গারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩০	৪	২	**ব্যবহৃত হয়**
	২	বাদিনারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪০	৬	**১**	ব্যবহৃত হয়না
	৩	থৈকরেরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	৬	২	ব্যবহৃত হয়না
	৪	আবদুল্লার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	**১৯৫**	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	৫	আমদিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৭	৫	৩	**ব্যবহৃত হয়**
	৬	জুমারবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭৭	৯	৫	**ব্যবহৃত হয়**
	৭	চান্দপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮	৪	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৮	কাঠুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫১	৪	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৯	মামুদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২২	৪	৪	ব্যবহৃত হয়না
	১০	বসন্তেরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৩	৪	৬	ব্যবহৃত হয়না
	১১	কুন্দপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৪	৪	৬	ব্যবহৃত হয়না
	১২	বগারভিটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৭	৩	৮	ব্যবহৃত হয়না
	১৩	দহিচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৬	৭	৮	ব্যবহৃত হয়না
	১৪	কামারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৩৪	৯	৭	ব্যবহৃত হয়না
	১৫	মেছটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৬০	৮	৯	**ব্যবহৃত হয়**
	১৬	বাজিতনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৭	৯	**ব্যবহৃত হয়**
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	জুমারবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	৮৮০	**১১**	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	দহিচড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৪৬০	**১৩**	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৩	কুন্দপাড়া ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৪	১০	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৪	বাদিনারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩৯১	১০	৬	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	১	জুমারবাড়ি জাঙ্গালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২২৪	**১৩**	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	থৈকরেরপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	৮৫	১০	২	ব্যবহৃত হয়না
কলেজ	১	জুমারবাড়ি আদর্শ কলেজ	৩৮৬	২৬	৫	ব্যবহৃত হয়না
	২	উদয়ন মহিলা কলেজ	৪৮৮	২২	৬	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ৯ নং কামালের পাড়া

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	কামালেরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
	২	নশিরারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৮	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৩	শাবাজেরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৪	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৪	সুজালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৫	বারকোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৭	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৬	শিমুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৫	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	৭	জাঙ্গালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৮	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
	৮	কৈচরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৯	৬	৪	ব্যবহৃত হয়না
	৯	মোংলারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৪	৪	ব্যবহৃত হয়না
	১০	ফলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৪	৭	৩	ব্যবহৃত হয়না
	১১	পাচপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	১২	ভাঙ্গাবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২০	৬	১	ব্যবহৃত হয়না

রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	গোরেরপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৪	৭	ব্যবহৃত হয়না
	২	গোরেরপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৩	গজারিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪২	৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৪	শাবাজেরপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৫	আখ গরগরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৮	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৬	পাচ গরগরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৪	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৭	পাকুরতলা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০	৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৮	জালালতাইর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৪	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	৯	বাঙ্গাবাড়ি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১১	৫	১	ব্যবহৃত হয়না
	১০	কিংকরপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৮	৪	১	ব্যবহৃত হয়না
	১১	উদগারি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	৬	২	ব্যবহৃত হয়না

বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	কামালেরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৫৭৩	১৬	৯	ব্যবহৃত হয়না
	২	বারকোনা উচ্চ বিদ্যালয়	১,০৯১	২৩	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৩	শিমুলবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৫	০৮	২	ব্যবহৃত হয়না

মাদ্রাসা	১	ফলিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩০৪	১১	৪	ব্যবহৃত হয়না
	২	শিলমানের পাড়া দাখিল মাদ্রাসা	৩০১	১০	৩	ব্যবহৃত হয়না

ইউনিয়ন ঃ ১০ নং বোনার পাড়া

বিদ্যালয়/মাদ্রাসা / কলেজ	ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রায় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	তেলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১১	৬	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	কালপানি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৩	পূর্ব রাঘবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৪	পশ্চিম রাঘবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৭	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৫	দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৮	৭	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৬	দলদলিয়া ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৭	দলদলিয়া ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭	৫	৯	ব্যবহৃত হয়না
	৮	প: শিমুলতাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	৪	৩	ব্যবহৃত হয়না
	৯	শিমুলতাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৫	৪	ব্যবহৃত হয়না
	১০	বোনারপাড়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২৭	৭	৫	ব্যবহৃত হয়না
রেজিঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	হেলেঞ্চা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৩	৪	১	ব্যবহৃত হয়না
	২	কালপানি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৫	৫	৬	ব্যবহৃত হয়না
	৩	রাঘবপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৪	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৪	রাঘবপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১০	৫	৮	ব্যবহৃত হয়না
	৫	দূর্গাপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৩	৫	৭	ব্যবহৃত হয়না
	৬	ময়মন্তপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	৭	পশ্চিম ভাটি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	৮	পূর্ব ভাটি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	২	ব্যবহৃত হয়না
	৯	মধ্যপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	২	ব্যবহৃত হয়না
	১০	পূর্ব শিমুলতাইর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৫	৫	ব্যবহৃত হয়না
বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	১	বোনারপাড়া কাজী আজহার আলী মডে: উচ্চ বিদ্য	৬৫৬	১৮	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	বোনারপাড়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৪৮৪	১৫	৩	ব্যবহৃত হয়না
মাদ্রাসা	১	বোনারপাড়া এম ইউ সিনিয়ার মাদ্রাসা	২৯৯	১১	৩	ব্যবহৃত হয়না
কলেজ	১	বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ	৭৬৫	১৮	৩	ব্যবহৃত হয়না
	২	বোনারপাড়া বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ	১০৪৫	২২	৩	ব্যবহৃত হয়না

সাঘাটা উপজেলার আশ্রয়কেন্দ ও আশ্রয়কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির তথ্যঃ

আশ্রয়কেন্দ্রঃ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল
ছিপি ঘারামাড়া আশ্রয়কেন্দ্রে	চেয়ারম্যান	রফিকুল ইসলাম	০১৭১১-৭০৯০২০
উত্তর দিগলকান্দি আশ্রয়কেন্দ্রে	চেয়ারম্যান	রফিকুল ইসলাম	০১৭১১-৭০৯০২০

স্কুল কাম শেল্টার

গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথ: বিদ্যা:	প্রধান শিক্ষক	আ: খালেক	০১৭৩৫-৭১৮৮০৮
উ: দিগলকান্দি রেজি: প্রাথ: বিদ্যা:	প্রধান শিক্ষক	আসাদুলা	০১৭৭০-৬৫৬৭২৫
বেঙ্গারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	শফিকুর রহমান	০১৭১৩-৭৩৩৭৪৯
আমদিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	নুরুল ইসলাম	০১৭৩৭-৭৫৪২৫৯
জুমারবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	শরিফুল ইসলাম	০১৭৭০-৩৬৫৫২৬
মেছটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	মতিয়ার রহমান	০১৭১৯-১২৮৯৬৬
বাজিতনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	শাহীনুর রহমান	০১৭১৬-৯৬৫৬৯২
শিমুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	হারুন-অর-রশিদ	০১৭১৩-৩৮২৪৪৫
হাসিলকান্দি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	জান্নাতুল ফেরদৌস	০১৭৭৭-৯৩৯১০২

সরকারী /বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানঃ

বেড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	আ: রাজ্জাক	০১৭১১-০০৯৮৬১

উচু রাস্তা বা বাধ

রামনগর তীরমোহনী থকে সঠিতলা	ইউপি মেম্বার	বাবু মিয়া	০১৭৪১-১৭০৫৭৪
কুকরাহাট হতে ভরতখালি	ইউপি সচিব	আনছার আলী	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
সানকিভাঙ্গা হতে কালপানি ও	ইউপি সচিব	আনছার আলী	০১৭১৬-৬৯৬৭৮১
ভাঙ্গামোর হতে নীলকুঠি পর্যন্ত	ইউপি মেম্বার	আমিনুল ইসলাম	০১৭৮৩-৮০১৩৫৬
হলুদিয়া বাজার থেকে গোবিন্দপুর	ইউপি মেম্বার	রফিকুল ইসলাম	০১৭৪৩-৮৮৪৭৩২
চিনির পটল মরা বাঙ্গালী ঘাট হতে সাঘাটা	ইউপি সচিব	আবু তাহের	০১৭১০-৩৬০৫৮৯
সাঘাটা হতে খামার পবনতাইর	ইউপি মেম্বার	ইসমাইল	০১৭৪৫-৬৭৮৩৯০
থৈকরের পাড়া হতে বস্তের পাড়া বাধ	ইউপি মেম্বার	সৈয়দ জামান	০১৭৭৭-৩০৯৪২৬
ভরতখালি হতে পুটিমারী	ইউপি মেম্বার	শহিদুল ইসলাম (বিপব)	০১৭১৬-৫৩০০৭৮
মফুর জান হতে আব্দুল্লা স্কুল পর্যন্ত বাধ	ইউপি সচিব	আঃ জব্বার	০১৭২১-৭০৭১৪৫
পদুমশহর ইউপি সীমানা হতে ভূতমারা বাজার	ইউপি মেম্বার	শফিক আহমেদ (সাজু)	০১৭২৩-৬১৯৯৩৭
শংকরগঙ্গ ব্রীজ হতে কচুয়া ইউপি	ইউপি সচিব	আঃ লতিফ	০১৭৪০-৬১২৫২৬
গোবিন্দ বাশহাটা থেকে সাঘাটা	ইউপি মেম্বার	রবিউল ইসলাম	০১৭৫৪-২৯৮৯১৭
গোবিন্দ বাশহাটা থেকে উঃ সাতালিয়া	ইউপি মেম্বার	নজরুল ইসলাম (বাবু)	০১৭৩৩-১৪৪৫০৮

ইঞ্জিন চালিত নৌকা/ নৌকা

ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল
সাঘাটা ইউনিয়ন	মোঃ সোলেমান মিয়া	০১৯১৫-৩৯৩৮৫৪
সাঘাটা ইউনিয়ন	আলীউল ইসলাম	০১৯৮৩-৮৩৫৮৪৪
সাঘাটা ইউনিয়ন	সফিকুল ইসলাম	০১৭৮৩-২৭৬৭৪৫
সাঘাটা ইউনিয়ন	পিপুল মিয়া	০১৭৩৭-৪৮৭৩০২
জুমারবাড়ি ইউনিয়ন	ফুল মিয়া	০১৭৪৯-১০৬১৫৪
জুমারবাড়ি ইউনিয়ন	লালমন	০১৭৩৩-৭৭৫৭৪২

এক নজরে সাঘাটা উপজেলার তথ্যঃ

আয়তন	২৩০.৬১ বর্গ কিঃমিঃ		গীর্জা	নাই
ইউনিয়ন	১০ টা		ঈদগাহ	৭৩ টা
মৌজা	১১৫ টা		ব্যাংক	১৪ টা
গ্রাম	১৩৬ টা		পোষ্ট অফিস	১৮ টা
পরিবার	৬৮,৮৮৬ টা		ক্লাব	২১ টা
মোট জনসংখ্যা	৩,৫৩,৬০৭ জন		হাট বাজার	৩৮ টা
পুরুষ	১,৭৯,৩৭৮ জন		কবরস্হান	৪০৫ টা
মহিলা	১,৭৪,২২৯ জন		শ্মশান ঘাট	২৯ টা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			মুরগীর খামার	৬ টা
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯২ টা		তাত শিল্প কারখানা	নাই
রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯ টা		গভীর নলকূপ	৬১ টা
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৮ টা		অগভীর নলকূপ	১,৭৮০ টা
কলেজ	০৯ টা		হস্তচালিলত নলকূপ	৫৮,৮৬৭ টা
মাদ্রাসা (দাখিল,ফাজিল,এবতেদায়ী)	১৯ টা			
ব্রাক স্কুল	৮ টা		নদী	০৫ টা
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	১৭ টা		খাল	২৮ টা
শিক্ষার হার			বিল	৪৫ টা
কমিউনিটি ক্লিনিক	২২ টা		হাওড়	নাই
বাঁধ	১৪ টা		পুকুর	১,৩০৭ টা
স্লুইচ গেট	১০ টা		জলাশয়	নাই
ব্রীজ	১৬৯ টা		পাকারাস্তা	১৯৬ কিঃমিঃ
কালবার্ট	৩৭৭ টা		কাচারাস্তা	৫৩২ কিঃমিঃ
মসজিদ	৪৭৫ টা		মোবাইল টাওয়ার	৭ টা
মন্দির	৫৪ টা		খেলার মাঠ	৩৬ টা